রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৩ ভাদ্র – ১৯ ভাদ্র, ১৪২৬ ঃ ৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 45, 31 August - 6 September, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের কচুয়ার লোকনাথ

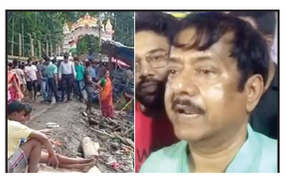

মন্দিরে পুজো দিতে এসে প্রবল ভিড়ের চাপে মৃত্যু হল ৫ পুণ্যার্থীর। আহত আরও অনেকে। কলকাতার হাসপাতালে গিয়ে মৃত ভক্ত পিছু ৫ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার: প্রয়াত হলেন দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা

অরুণ জেটলি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬। উল্লেখ্য , অসুস্থতার কারণেই দ্বিতীয়বারের জন্য মোদী মন্ত্রিসভায় শামিল হন নি জেটলি। দাঁড়ান নি ভোটেও।

সোমবার: মায়ের জন্মদিনের দিন ভারতমাতাকে দুনিয়ার মঞ্চে

সম্মানিত করে ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিলেন পিভি সিন্ধু। সিন্ধুর এই সাফল্যে সারা দেশ জুড়ে আনন্দের হাট বসে গিয়েছে।

মঙ্গলবার : কাশ্মীরের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনওভাবে নাক

গলাতে যাবে না স্পষ্ট করে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি এ ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনই মধ্যস্থতাও করতে চায় না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই অবস্থানকে নিজেদের কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

বুধবার: ইদানীং ছোটখাটো বিবাদও গড়িয়ে যাচ্ছে গণপিটুনিতে।

সমাজে রোগের আকার নিয়েছে গণপ্রহার। এবার গণপ্রহারে জড়িত থাকলে বা মদত দিলে কড়া শাস্তি বিধান আনছে রাজ্য সরকার।

বৃহস্পতিবার: কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন

চট্টোপাধ্যায়কে এবার নারদ কাণ্ডে ডেকে পাঠালো সিবিআই। বিজেপি যোগদানের পর শোভনবাবুর এই সিবিআইয়ের তলব পাওয়া নিশ্চিতভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। শোভনের পাশাপাশি আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকেও ডেকেছে সিবিআই।

শুক্রবার: দেশের মানুষকে সুস্থ সবল রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর।

সে স্বচ্ছতার প্রশ্নেই হোক, আর যোগ–ব্যায়ামকে তুলে ধরতে। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবেই ফিট ইন্ডিয়া কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন শিল্পা শেঠির মতো আরও অনেক তারকা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পাচারের হাতিয়ার স্কুলপড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত দিয়ে গরু সহ নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচার নতুন নয়। এই রাজ্য এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের বহু মানুষই এই পাচারের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় প্রতিদিন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে চলে পাচারকারীদের টক্কর। ইদানীং কাশ্মীর, পাকিস্তান প্রভৃতি ইস্যুতে সামান্তে টহলদারী আগের থেকে অনেক বেশি আঁটোসাঁটো হয়েছে। রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে চলে দেদার পাচার। চলছে ব্যাপক ধরপাকড়। এবার পাচারকারীরা নতুন কৌশলে স্থানীয় স্কুলপড়ুয়াদের পাচারের কাজে লাগাতে শুরু করেছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর আর্থসামাজিক অবস্থা এবং টাকার লোভ এই কৌশলকে ক্রমশ দীর্ঘতর করছে।

সীমান্তে নতুন কৌশল

ধৃত দুই পড়ুয়া

সম্প্রতি বসিরহাটের গোবরডাঙার ইতেন্দ্র হাই স্কুলের ছাত্রদের কাজে লাগিয়ে নিষিদ্ধ ওষুধ এবং ফেনসিডিল পাচারের একটি ছক ধরা পড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ২৬ আগস্ট সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গোবরডাঙার ডিওপি তল্লাশি চালিয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার করে ২০টি নিষিদ্ধ ওষুধের বোতল। বসিরহাটের দিক থেকে সাইকেল করে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে বিএসএফ। জেরায় ধৃত ছাত্ররা জানায় বসিরহাটের নাখুদা গ্রামের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ সরকার নামে এক ব্যক্তির জন্য তারা পাচারের কাজ করে। ভারত থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিলে বোতল পিছু দেওয়া হয় ১০ টাকা করে। সারাদিন এই কাজ করে বেশ কিছুটা রোজগার করে পড়ুয়ারা। ধৃত ছাত্রদের বসিরহাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাচারকারীদের এই নতুন প্রক্রিয়া বেশ কিছুদিন ধরে শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে ছাত্রদের প্রতি সন্দেহের নজর খুব বেশি না থাকায় পাচারকারীরা অবাধে এই কারবার চালিয়ে গিয়েছে। বসিরহাটের এই ঘটনা সতর্ক করেছে বিএসএফ–কে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি আদতে কিছুই হবে না। কয়েকদিন বাদে থানা থেকে আদালতে পাঠিয়ে দিলে ছাড় পেয়ে যাবে পড়ুয়ারা।

এপ্রসঙ্গে বসিরহাট থানা জানিয়েছে শিশু অপরাধ আইনে ধৃতদের গ্রেফতার করে বিচার চলছে। শিশুরা যাতে পাচারকারীদের শিকারে পরিণত না হয় তার জন্য ভাবনা চিন্তা চলছে থানাস্তরে।

দুনিয়া কাঁপানো তিন দিন

ওঁকার মিত্র : 'ভারত অবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' বাংলা নবজাগরণের জাতীয়তাবাদী সঙ্গীতকার, দার্শনিক কবি, শিক্ষাবিদ সমাজসেবক অতুলপ্রসাদ সেনের এই ভবিষ্যতবাণী গত তিনটে দিনে বাস্তায় হয়ে অনুরণিত হল রাজনৈতিক প্রতিভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিভাধর ক্রীড়াবিদ ব্যাটমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধুর হাত ধরে।

সারা দুনিয়ায় যখন পবিত্র ইসলামের নামে সন্ত্রাস ছড়ানো হচ্ছে, কাশ্মীর দখল করতে ইসলামি জেহাদকে হাতিয়ার করে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করছে পাকিস্তান ঠিক তখন তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাদের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'অর্ডার অব জায়েদ' দিয়ে ভারতকে সম্মানিত করল

ইসলামিক দেশ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। গত ২৪ আগস্ট আবুধাবিতে এই সম্মান পেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল রাশিয়া, ব্রিটেন ও চিনের সঙ্গে। এরপর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী পা রাখলেন আর এক ইসলামিক দেশ বাহরাইনে। ফের আরও একটা ইতিহাস গড়ল ভারত।

পরদিন ২৫ আগস্ট ফের দ্বিতীয়বার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখল করল ভারতবর্ষ। সুইৎজারল্যান্ডে ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই প্রথম অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে সোনা জয় করলেন পি ভি সিন্ধু। এরপর পাঁচের পাতায়

পরিবেশ বান্ধব ইঁট তৈরির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: মাটির ইঁটে তাঁর নাপসন্দ। তাই এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় পরিবেশ বান্ধব ফ্লাই–অ্যাশ ইঁট তৈরিতে উৎসাহ দিলেন। একইসঙ্গে এই শিল্পে প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সরকারি সহায়তারও আশ্বাস দিলেন। বর্ধমানের মানুষ একাধিকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী রূপে দেখেছেন। এবার তাঁকে পরিবেশ বান্ধব রূপে দেখলেন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে উৎসাহদানে এরাজ্যে অদূর ভবিষ্যতে ফ্লাই–অ্যাশের ইঁট তৈরি শিল্পের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত।

গত ২৬ আগস্ট পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বর্ধমান শহরে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত উক্ত বৈঠকের মধ্যমণি ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও স্বপন দেবনাথ সহ পুলিশ–প্রশাসন এবং বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। হাজির ছিলেন সাংসদ, বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিরাও। পাশাপাশি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা, শিল্প সংগঠন, সংবাদমাধ্যম সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কার্যত সকলের মত বিনিময় করেন। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সপারিষদ হাজির বর্ধমান শহর লাগোয়া আলিশা গ্রামে। সেখানে দরিদ্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন।

এই বৈঠকে পূর্ব বর্ধমান জেলার ইঁটভাঁটা মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কালনা মহকুমায় ভাগীরথী নদীগর্ভে জেগে একাধিক চড়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ভাগীরথীর গর্ভে অসংখ্য চড়া জেগে ওঠায় নদীর নাব্যতা যেমন হ্রাস পেয়েছে পাশাপাশি নদীতে জলধারণ ক্ষমতাও কমে গিয়ে এই বর্ষায় সন্নিহিত বিভিন্ন বন্যার আশংকাও বেড়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

চেনা মাটির অভাবে চরম সঙ্কটে ইঁট শিল্প

মলয় সুর, চন্দননগর : সারা হুগলিতে ইট ম্যানুফ্যাকচারার্স ব্যবসায়ীরা এখন প্রচণ্ড সংকট এবং সমস্যায় জর্জরিত। তাঁদের প্রধান কাঁচামাল মাটি সেটা যে পরিমাণ ইঁট ভাটায় প্রয়োজন সেই তুলনায় মাটি একেবারেই নেই। বুধবার ২৮ আগস্ট হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৪৫ তম বার্ষিক সাধারণ এজিএম সভা স্বাগতম প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত দাস বলেন, ২০১৭ সালে পরিবেশ ছাড়পত্র বা ইসি ও দূষণ শংসাপত্র ৮৫/৯০ শতাংশ হুগলি জেলাতে সফলতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই জেলায় প্রশাসনিক দিক থেকে ইঁট ভাটা চালানোর ক্ষেত্রে কাঁচামাল মাটির যোগান খুবই কম। অন্যদিকে মজে যাওয়া নদীনালা, পুকুর, খালবিল থেকে মাটি কাটতে গেলে খুবই দুষ্কর ব্যাপার। রাজ্য সরকার পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার জন্য ইঁটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়ার এস পি এম লেভেল বর্তমানে ৭৫০ এম জি আছে। সেটি হ্রাস করে সমাজের মানুষের জন্য সুষ্ঠ পরিবেশের লক্ষ্যে এস পি এম লেভেল ২৫০ এম জি নামিয়ে আনা হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'কর্মতীর্থ' এখনও চালু হল না ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে অপূর্ণই রয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সাধের কর্মতীর্থ কর্মসূচি। গ্রামের গরিব মহিলাদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ক্যানিং শহরে তৈরি করা হয়েছে 'কর্মতীর্থ' পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে। তিনতলা ভবন বিশিষ্ট সরকারি 'শপিংমল'টি তৈরি হয়েও বছরখানেক ধরে পড়ে রয়েছে।

অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে ভবনটির বেশকিছু অংশ নষ্ট হতে বসেছে। কিন্তু সরকারি তরফে বাড়িটি ঠিকাদার সংস্থার কাছ থেকে হস্তান্তর নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টির দেখভালের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) শ্যামল কুমার মন্ডল বুধবার বলেছেন, 'ক্যানিংয়ের 'কর্মতীর্থ'টি হস্তান্তর নেওয়ার জন্য মহকুমা প্রশাসনকে বলা হয়েছে।

স্বপ্ন ছিল, মহাজনের হাত থেকে গ্রামেই কারুশিল্পীদের বাঁচানো। সেই সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে আধুনিক 'মল' জাতীয় বাজার তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ঘটা করে প্রকল্পের নাম দিয়েছেন কর্মতীর্থ'। যেখানে ক্রেতারা সরাসরি শিল্পীদের থেকে পছন্দের শিল্পসামগ্রী সওদা করবেন। রুজি বাঁচবে শিল্পীদের। শুধু ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দপ্তর নয় , কাজে গতি আনতে পূর্ত দপ্তরকেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসকের দপ্তরের পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে তিনতলা কর্মতীর্থ ভবন। ভিতের উপর মার্বেল দিয়ে মোড়া দোতলা বাড়ি ছাড়াও অ্যাম্ফিথিয়েটারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে নকশায়। এ ছাড়া গাড়ি পার্কিং, পানীয় জলের নলকূপ বসানো হয়েছে , বাজারজুড়ে এলাহি আলোকসজ্জার আয়োজন। এরপর পাঁচের পাতায়

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে পুণ্যার্থীর ঢল হোটেলের ঘর ও জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া

কুনাল মালিক, তারাপীঠ : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬টা ৫২ মিনিটে কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্য তিথি শুরু হয়। কিন্তু ভোর থেকেই তারাপীঠের তারা মায়ের মন্দির ও মহাশ্মশানে যাবার বিভিন্ন অলিগলিতে শুধু মানুষ আর মানুষ। সেই মানুষের মিছিলে সামিল ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ এ রাজ্যের নানা প্রান্তের পুণ্যার্থীরা। জয় তারা ধ্বনিতে গলা মিলিয়ে কাঠফাটা রোদ ও গরমকে উপেক্ষা করে শক্তি পীঠের অভিমুখে মানুষ এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। বীরভূম জেলা পুলিশ কঠোর নিরাপত্তায় তারাপীঠকে মুড়ে দিয়েছে। ওয়াচ টাওয়ার ড্রোনের মাধ্যমে চলছে নজরদারী। জায়ান্ট স্ক্রিনে মন্দিরের দৃশ্য ফুটে উঠছে। মাইকে চলছে মন্দির কমিটি ও

তারাপীঠ–রামপুর হাট উন্নয়ন পর্ষদের নানা সচেতনতামূলক প্রচার। সব মিলিয়ে কৌশিকী অমাবস্যায় জম জমাট তারাপীঠ। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধু সন্ন্যাসীদের ভিড়ে মেগা কৌশিকী অমাবস্যা ঘিরে প্রশাসনের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার বিকালে বোমাতঙ্ক ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়, তবে বড়ো কোনও দুর্ঘটনা শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ঘটেনি। হোটেলের ঘর পাওয়ার জন্য মানুষ হাহাকার করেছেন। যে ঘরের ভাড়া চারশো টাকা, সেই ঘর তিনদিনের প্যাকেজে হয়েছে সাত হাজার টাকা। শশা–পেয়ারা বিকোচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে, ডিম ভাত ৮০ টাকা, রুটি পাঁচ টাকা পিস, জবার মালা ১০০ টাকা। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রশাসনের কোনো ভূমিকা নেই। ঘর না পেয়ে অনেক পুণ্যার্থী খোলা আকাশের নিচেই শুয়ে পড়েছেন। মহা শ্মশানেও তিল ধারণের জায়গা নেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটার পর শ্মশান জুড়ে তান্ত্রিক জ্যোতিষীদের যজ্ঞের আসরে পুণ্যার্থীদের ভিড়। হরিনাম সংকীর্তনের শোভাযাত্রায় উঠেছে জয়তারা ধ্বনি। শাক্ত–বৈষ্ণব একাকার। এরপর পাঁচের পাতায়

চন্দ্রযানের সফলতা পথ দেখাবে শুক্রে, মঙ্গলে

প্রিয়ম গুহ : মাঝে মধ্যেই শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রহ থেকে নাকি সাংকেতিক বার্তা আসছে পৃথিবীতে। আমাদের এই জাগতিক জগতের মতোই কি আর একটা জগৎ আছে! অনন্তস্পর্শী এই ভাবনা হয়তো আর কিছু বছরের মধ্যেই খোলসা হয়ে যাবে। কারণ সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রার্থনা করছে যাতে 'ভিক্রম' সফলভাবে চাঁদের মাটি ছুঁতে পারে, আর ছোট্ট 'প্রজ্ঞান' ঘুরে বেড়িয়ে চাঁদকে গোয়েন্দার মতো চিরুনি তল্লাশী করতে পারে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্যামেরা নিয়ে ১৪ আগস্ট চন্দ্রযান–২ পৃথিবীকে কিছুদিন প্রদক্ষিণ করার পর সফলভাবে ঢুকে পড়ে চাঁদের কক্ষপথে এবং প্রত্যেক দিনই ঘুরে বেড়াচ্ছে চাঁদের চারপাশে, ৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে চাঁদের মাটি ছোঁবে 'ভিক্রম'।

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড মিউজিয়ামে ৩০ আগস্ট বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ২৬০ জন ছাত্র–ছাত্রীর সামনে প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিভাগের আইইউসিএএ–র ডিরেক্টর প্রফেসর সোমক রায়চৌধুরী বলেন চন্দ্রযান–২এর বিশেষত্ব হল এই প্রথম কোনও দেশের চন্দ্রযান নামবে চাঁদের একদম ৭০ ডিগ্রির কাছাকাছি মেরু অঞ্চলে। ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি 'পোল'। ঠিক যেমন পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে বরফ বা জলের ঠিকানা পাওয়া যায় তেমনই চাঁদের ওই অঞ্চলে জলের নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই চন্দ্রযানকে তেমনই কাছাকাছি জায়গাতেই নামানোর জন্য তৎপর বিজ্ঞানীরা। রোভার প্রজ্ঞান খুঁজবে কোথায় কোথায় বিষাক্ত পদার্থ বা গ্যাস রয়েছে। এই ছানবিন করার একটাই লক্ষ্য হল পরবর্তী কালে যদি মানুষ চাঁদে যায় তাহলে সেসব জিনিস মাথায় রেখে এগোতে পারবেন বিজ্ঞানীরা। প্রজ্ঞানের ওজন হলো ২৭ কিলো এবং বিদ্যুৎ তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে ৫০ ওয়াটের।

অন্যান্য দেশও চাঁদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জিনিস পাঠিয়েছে কিন্তু চন্দ্রযান যদি সফলভাবে তার কাজ শেষ করতে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে ভারতই গড়বে ইতিহাস কারণ মগজাস্ত্রর জোরে ভারত এগিয়ে থাকবে। অতি অল্প খরচে মাত্র ৯৬০

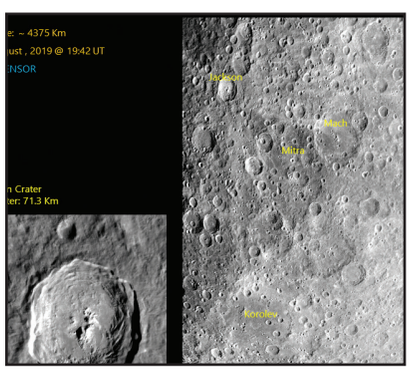

কোটি টাকা ব্যয়ের এই যানটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে কম দামের যান। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞানীরা অনেকটাই এগিয়ে থাকবে তাদের বুদ্ধির দামে। যদিও সফল এবং অসফল হওয়ার সম্ভবনা অর্ধেক অর্ধেক তবুও ভারতের মানুষ সফলতার স্বপ্নই দেখছে। কারণ এই অভিযান সফল হলে ভারতের কাছে দরজা খুলে যাবে অনেক কিছুরই। বিভিন্ন

দেশ এগিয়ে আসবে তাদের উপগ্রহ উৎক্ষেপনের জন্য বা অন্যান্য কাজের জন্য। এজন্য বিআইটিএম ৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে ১২টা থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভোর অবধি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে সাথে নিয়ে বড় পর্দায় সরাসরি ভাবে দেখাবে চন্দ্রযান–২–এর চাঁদের বুকে হেঁটে চলা। দিন রাত ইসরোর বিজ্ঞানীরা নিষ্পলক দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসেব কষে চলেছেন সফলতার শিখরে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যেই চন্দ্রযান অনেক ছবি পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। সকলেই আত্মবিশ্বাসী জেতার জন্য।

এরই সঙ্গে ইসরো সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবার জন্য কাজ করে চলেছে। চন্দ্রযান–২ প্রেরণা যোগাবে। নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসবে এ বিষয়ে গবেষণার জন্য। যেমন ইতিমধ্যেই বহু বাঙালি গৌরবান্বিত করেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে। ইতিহাসেও তার প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানেও পড়াশোনা হচ্ছে, ভবিষ্যতে যাতে আরও বেশি করে চর্চা হয় সেকারণে ইসরোকেও স্কুলে স্কুলে পৌঁছে যেতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের মনে আগ্রহ তৈরি করতে হবে। যদিও বহু বছর ধরে ঘুমিয়ে থাকা ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানকে জাগিয়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকর অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নতুন ভারত বসে নেই। এই অভিযান সফলতা পাওয়ার পরেই ভারত পৌঁছবে শুক্রে, মঙ্গলযান ইতিমধ্যে প্রায় প্রস্তুত। এখন দেখার আসছে উৎসবের মরশুমে চন্দ্রযান–২ ভারতীদের জন্য কি উপহার বয়ে আনে।

পতনের বেয়ার পতাকা উড়লেও আশাবাদী বুলরা

পার্থসারথি গুহ

সাম্প্রতিক ১২ হাজারি উচ্চতার পর প্রায় ১৪০০ পয়েন্ট খোয়াল নিফটি। শতাংশের বিচারে প্রায় ১১–১২ শতাংশ। এই পতনে আবার বিদেশি ফান্ডগুলোর বড় বিক্রি মস্ত কারণ। তবে আশার কথা এখনও কিনে চলেছেন দেশি মিউচুয়াল ফান্ডগুলো। ট্রেডিং দিবস বিচার করলে আর মাত্র কয়েকটা দিন রয়েছে অগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরে যাওয়ার। সেই ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত হয়তো আরও ৫ শতাংশ পয়েন্ট হারিয়ে বা তার সামান্য বেশি খুইয়ে নিফটি ১০,৩০০ এ নামতে পারে। তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা বড় ফান্ডের। অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন ঘটলে বাজার ঘুরে দাঁড়াবে। আর ডামাডোল এলে আরও পতনের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

বিগত সপ্তাহে অর্থবাজার বেশ ব্যাকফুট মেজাজে শুরু করেছে। সোমবার নিফটির শতাধিক পয়েন্ট ও সেনসেক্সের ৩০০ পয়েন্টের মতো খোয়ানো মূলত তারই ইঙ্গিত। বৃহস্পতিবার সেই জায়গা থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইও আরম্ভ করেও হাকে গেছে সূচক জোর। যা প্রমাণ করছে এখনও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক হালত ফেরেনি।

মাত্র কিছুদিন আগে নিফটি বন্ধ

অর্থনীতি

করেছিল তার সর্বোচ্চ উচ্চতার ধারে কাছেই। সেনসেক্সও ট্রেডে ফের একটা নতুন উচ্চতাকে ছুঁয়েছিল। সবমিলিয়ে ঘেঁটে গেছে অর্থবাজার। বিরাট কোনো অঘটন ছাড়া এই বাজারকে টেনে ধরা খুব মুশকিল। আবার নতুন করে ওপরে ওঠার মতো রসদ খুব বেশি না থাকলেও পতনের কোনো গল্প নেই। নিফটির আশু সাপোর্ট ধরা হচ্ছে ১০,২০০ র জায়গাকে। যদিও এর থেকে বেশি নিরাপদ ১০ হাজারকে সাপোর্ট ধরে নেওয়া। ওপরের দিকে রেজিস্ট্যান্স বলতে ১২ হাজার নিশ্চিতভাবে একটা মনস্তাত্ত্বিক সংখ্যা। তার চেয়ে ওপরে সূচক গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আগামী ফলাফল কিছুদিন মাঝেমধ্যেই বেশ

কিছু নাটক সংগঠিত হতে পারে অর্থবাজারে। সেদিকে সবার নজর থাকবে তা বলাইবাহুল্য।

এর আগে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটির সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিল ১১,৭৫০। কিছুদিন সেই রেকর্ড ভাঙল নিফটি। ১১,৮৫০ ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মাইলস্টোন গড়ে তোলে নিফটি। তারপর আবার একটা ছোট্ট্যাক গিয়ার। সাড়ে ১১ হাজারের কাছে গোত্তা খেতে দেখা যায় নিফটিকে। সেই জায়গা থেকে ওস্তাদের মার শেষ রাতের মতো সপ্তাহের শেষ দিন ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় সূচকজোর। যা নিসন্দেহে বুল তথা ইতিবাচক লগ্নিকারীদের পক্ষে স্বচ্ছ বাতাবরণ গড়ে তুলছে। কেন্দ্রে স্থায়ী সরকারের পুনর্প্রতিষ্ঠাই এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে উদ্দীপ্ত করছে। তার সঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে বিদেশিদের কেনার ব্যাপারটাও।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ র সেপ্টেম্বরে এই উচ্চতা স্পর্শ করে ছিল নিফটি মহারাজ। এদিন তাকে ছাপিয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত অবশ্য বিক্রির তো।ে ১০,৭০০ ও ভেঙে যায়। দিনের শেষে ১০,৬৩০ এ বন্ধ দিয়ে নেতিবাচক এন্ডিং হয়। সেনসেক্সও অনুরূপভাবে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এখন আরো বৃদ্ধি না কিছুটা সেটব্যাক সেটা নিয়েই এখন প্রশ্ন। তবে এবারের কেনায় নিশ্চিতভাবে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণ একটা বড় ব্যাপার। অবশ্য গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার খেলা এই বিদেশিরা আগেও দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে ডোমেস্টিকরা অনেক নিরাপদ। কিন্তু তাদেরও কেনার একটা লিমিট আছে।

বুলরা মূলত বাজারের বাড়ার পক্ষে সওয়াল করে। আর বেয়াররা ওকালতি করে বাজারের পতনের পক্ষে। শুধু সূচকের বাড়া বা কমার মধ্যেই বুল–বেয়ারদের লড়াই থেমে থাকে না। কোনও শেয়ারের উত্থান পতন নিয়েও এদের আকচাআকচি চলে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে বুল ও বেয়াররা ইতিবাচক ও নেতিবাচক চিন্তার প্রতিভূ হয়ে থাকে।

যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই হয়ে উঠবে নতুন আঙ্গিকে নয়া চ্যালেঞ্জ। এখানেও লগ্নিকারীদের অটল থাকতে হবে তাদের বেসিক জায়গায়। হুটপাট করে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখেশুনে কেনায় যেতে হবে। কারণ, এখন ভুলভাল শেয়ার বাছাই করলে বড়সড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন লগ্নিকারীরা। সুতরাং সবকিছু ভেবে চিন্তে তবেই পদক্ষেপ করতে হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মেষ : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহের শেষের দিন থেকে শুভফলের যোগ রয়েছে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণে শুভ যোগ।

বৃষ : মানসিক দৃঢ়তার জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সমর্থ হবেন। যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শারীরিক পীড়ায় কষ্ট।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বমূলক কাজের জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভফলের কারক। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য আপনি সম্মানিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বাধা এলেও সাফল্য।

সিংহ : মাথা উঁচু করে চলতে পারবেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সাফল্য।

কন্যা : বহু বাধা বিঘ্ন আসা সত্ত্বেও আপনি জয়লাভ করবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন শুভফল পাবেন না। বেকারত্বের অবসান ঘটবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ হবে। আত্মীয় দ্বারা লাভবান হবেন।

তুলা : লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন সন্তানের শুভ বুদ্ধি লাভ। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। বুদ্ধি ভ্রংশের ফলে ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। জ্বর পীড়াদির যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ ফলের কারক শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন।

ধনু : উন্নত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। সাবধানে চলবেন। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে অনেক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে হবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটবে। দায়িত্ববহুল কাজে অগ্রসর হবেন। শত্রুতার যোগ।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। এই সময় মান–সম্মান যথেষ্ট পাবেন। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সাথে সাবধানে মিশতে হবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় সাবধান থাকবেন।

মীন : লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। খাওয়া দাওয়া সাবধানে করতে হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ার যোগ রয়েছে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলুন।

কলকাতায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে ১৬৫ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬৫ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করবে কলকাতা সিটি ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন সোসাইটি। চুক্তিতে নিয়োগ হবে কলকাতার বিভিন্ন আর্বান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। প্রার্থীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 4/Kolkata City NUHM Society/2019–20.

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ৪১, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ৫, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্ধী ৯, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ও বি সি–এ ২৭, ও বি সি বি ৮।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাশ বা নার্সিংয়ে বি এসসি। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। এছাড়া বাংলা জানতে হবে।

বয়স : ১–৯–২০১৯ তারিখে ৬৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ১৭,২২০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kmcgov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে। দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থীর এক কপি স্বপ্রত্যয়িত ফটো সেঁটে দেবেন।

কাজের খবর

দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে (শনিবার দুপুর ২টো)–র মধ্যে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে এই ঠিকানায় : Room No. 147, 1st Floor, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata Municipal Corporation (HQ), Kolkata 700 013. দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি নকল সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কলকাতা হাইকোর্টে স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/স্টেনোগ্রাফার পদে ২৫ জন কর্মী নেবে কলকাতা হাইকোর্ট। অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৪০৮৬– আর জি।

শূন্যপদের বিবরণ : মোট শূন্যপদ ২৫টি (সাধারণ ৭, সাধারণ দৈহিক প্রতিবন্দী ১, সাধারণ ই সি ১০, তফসিলি উপজাতি ১, তফসিলি উপজাতি ই সি ১, ও বি সি–এ ১, ও বি সি– বি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে শর্টহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে ১২০টি শব্দ লেখার দ্রুততা এবং প্রতি মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের স্টেনোগ্রাফি টেস্ট এবং টাইপ টেস্টের মাধ্যমে। স্টেনোগ্রাফি টেস্টের প্রথম পর্যায়ে মিনিটে ১২০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখে সেটিকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে নিজের হাতে লিখতে হবে। এই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের আরও একটি শর্টহ্যান্ড টেস্ট নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশনটি মিনিটে ৩০টি শব্দের গতিতে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

আবেদন করতে হবে ৮.৫ ×১৪ ইঞ্চি মাপের সাদা কাগজে হাতে লিখে বা টাইপ করে। Registrar General, High Court, Calcutta–কে উদ্দিষ্ট করে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে থাকতে হবে এই সব তথ্য– প্রার্থীর নাম (ইংরেজির বড় হরফে), পিতার বা স্বামীর নাম, প্রার্থীর জন্মতারিখ ও ১–১–২০১৯ তারিখ অনুসারে বয়স, স্থায়ী ঠিকানা সহ মোবাইল নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য যোগ্যতা, কম্পিউটার জ্ঞান, শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং স্পিড, ক্যাটেগরি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, দৈহিক প্রতিবন্ধী, দক্ষ খেলোয়াড় বা এক্সেম্পটেড ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত কিনা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড নম্বর, জাতি, ফি জমা দেওয়া সংক্রান্ত তথ্য। দরখাস্তের শেষ তারিখ উল্লেখ করে সই করবেন।

দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে দিতে হবে ৪০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা)। পোস্টাল অর্ডারটি 'Registrar General, High Court, Calcutta'–এর অনুকূলে 'GPO at Calcutta' –এ প্রদেয় হতে হবে।

* প্রার্থীর দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো দরখাস্তের ডানদিকে ওপরে সেঁটে দেবেন এবং অন্য ফটোটি দরখাস্তের সঙ্গে আটকে দেবেন।

* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* কম্পিউটার–জ্ঞান সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

* প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা এবং যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট সাটানো ২৫ × ১১ সেমি মাপের একটি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থীর ক্যাটেগরি এবং পদের নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Registrar General, High Court, Calcutta.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : httpsc://www.calcuttahighcourt.gov.in

শব্দবার্তা ১৪৩

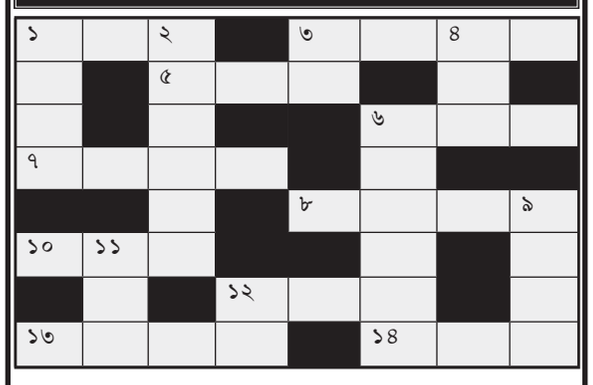

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সোজা ৩। কড়ে আঙুল ৫। পূর্ণচন্দ্র ৬। স্বর্গ–র বিপরীত ৭। নতুন আবির্ভাব বা প্রকাশ ৮। সুরা, মদ ১০। অতি অল্প ১২। জলাশয় বিশেষ ১৩। নির্মল ১৪। এ ধোলাইতে বিশ্বাস বদলে যায়।

উপর–নীচ

১। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত খান অভিনেতা ২। বলপ্রয়োগের দ্বারা বা বেআইনি অধিকার ৩। শুষ্ক, খাজনা ৪। সারবস্তু, ধন, রাশি ৬। কড়া–মিঠে ৯। পদ্ম ১১। নির্মাণ, গঠন ১৩। সেতু, সাঁকো।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪২

পাশাপাশি : ১। মহামানব ৪। আশা ৫। মদত ৭। মালব ১০। দান ১১। দরদালান।

উপর–নীচ : ১। মতামত ২। মালাবদল ৩। বদনাম ৪। আয়োজিত ৬। দরপরদা ৭। মালকিন ৮। বরবাদ ৯। অভিমান।

ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে ১৮২ খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পোর্টস কোটায় ১৮২ জন দক্ষ খেলোয়াড় নেবে কেন্দ্রের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগ। কলকাতা, ভুবনেশ্বর, পাটনা–সহ সংস্থার বিভিন্ন অফিসে নিয়োগ করা হবে অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ক্লার্ক পদে। প্রার্থী বাছাই করা হবে এইসব ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে : ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস ও হকি। মহিলারা কেবলমাত্র ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসের ৫ত্রে আবেদন করতে পারবেন। প্রবেশন ২ বছরের।

কেন্দ্র অনুসারে শূন্যপদের বিবরণ : কলকাতা : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ২টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৯টি, মহিলা ১টি। গুয়াহাটি : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ১টি। ক্লার্ক পুরুষ ৬টি, মহিলা ১টি। রাঁচি : ক্লার্ক : পুরুষ ৪টি। শিলং : আইজল, ইম্ফল ও কোহিমা : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ২টি। ক্লার্ক : পুরুষ ১টি, মহিলা ২টি। ভুবনেশ্বর : ক্লার্ক : পুরুষ ৯টি, মহিলা ১ টি। আগরতলা : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ১টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৩টি। সিকিম : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ২টি। পাটনা : ক্লার্ক : পুরুষ ৩টি, মহিলা ১টি। রায়পুর ও বিলাসপুর : অডিটর/অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৭টি। গোয়ালিয়র ও ভোপাল : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ১টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৫টি। নাগপুর : ক্লার্ক : পুরুষ ৬টি। জয়পুর : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৩টি, মহিলা ১টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৫টি। রাজকোট : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৩টি, মহিলা ২টি। নিউ দিল্লি, হায়দরাবাদ, লখনউ ও মুম্বই : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ১টি, মহিলা ১টি। চণ্ডিগড় (হরিয়ানা) : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৪টি। শ্রীনগর : ক্লার্ক : পুরুষ ৮টি, মহিলা ২টি। চেন্নাই : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৫টি, মহিলা ১টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৪টি, মহিলা ১টি। তিরুবঅনন্তপুরম : ক্লার্ক : পুরুষ ৬টি, মহিলা ১টি। বেঙ্গালুরু ও হুবলি : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট : পুরুষ ৪টি। ক্লার্ক : পুরুষ ৮ টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে স্নাতক এবং ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক। খেলাধূলার যোগ্যতা : জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সিনিয়র বা জুনিয়র ক্যাটেগরিতে রাজ্য বা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। এছাড়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে থাকলেও আবেদন করা যাবে।

বয়স : ৩০–৯–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সি রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে অডিটর / অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ২,৮০০ টাকা এবং ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.cag.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রয়োজনীয় মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো দুটি খাম সহ (২৭ x ১২ সেমি) দরখাস্ত রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট নোডাল অফিসে। কেন্দ্র অনুসারে নোডাল অফিসের ঠিকানা : কলকাতা : Accountant General (G & SSA), West Bengal, Treasury Building, No. 2, Govt. Plave (West), Kolkata 700 001, গুয়াহাটি : Accountant General (Audit), Assam, Maidamgaon, Beltola, Guwahati– 781 029, রাঁচি : Pr. Accountant General, (A & E), Jharkhand, P O : Doranda, Ranchi – 834 002. শিলং, আইজল, ইম্ফল ও কোহিমা : Accountant General (Audit), Meghalaya, Shillong – 793 001, ভুবনেশ্বর : Accountant General (G & SSA), Odisha, Bhubeneswar–751 001, আগরতলা : Accountant General (Audit), Tripura, P. O. Kunjaban, Agartala – 799 006. সিকিম : Accountant General (Audit), Sikkim, Gangtok – 737 102. পাটনা : Pr. Accountant General (Audit), Bihar, Patna 800 001. রায়পুর ও বিলাসপুর : Accountant General (Audit), Chattisgharh, Zero Point, Post Vidhan Sabha, Raipur – 492 005. গোয়ালিয়র ও ভোপাল : Pr. Accountant General (A & E)–I, Madhya Pradesh, Lekha Bhavan, Janshi Road, Gwalior – 474 002. মুম্বাই : Pr. Accountant General (Audit)–I, Maharashtra, Pratishtha Bhavan, MK Marg, Mumbai – 400 020. নাগপুর : Accountant General (A & E) – II, Maharashtra, West High Court Road, Civil Lines, Nagpur – 440 001. জয়পুর : Pr. Accountant General (G & SSA), Rajasthan, Janpath, Jaipur – 302 005, রাজকোট : Accountant General (A & E), Gujrat, Rajkot – 360 001, নয়া দিল্লি, হায়দরাবাদ,লখনউ ও মুম্বই : Director General & Audit, Post & Telecommunication, Shamnathh Mart, Civil Lines, New Delhi 110 054. চণ্ডিগড় (হরিয়ানা) : Accountant General (A & E), Haryana, Plot No. 4–5, Sector – 33–B, Chandigarh 160 020, শ্রীনগর : Acconntant General (Audit), Jammu & Kashmir, M. Y. Rather Avenue, Srinagar : 190 001, চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব) : Pr. Accountant General (Audit), Punjab, Plot No. 21, Sector 17E, Post Box No. 18, Chandigarh – 160 017, এলাহাবাদ ও লখনউ : Pr. Accountant General (A & E)–I, Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211 001, দেরাদুন : Accountant General (A & E), Uttarakhand Mahalekhar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun 248 195. হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ : Pr. Accountant General (Audit), Telangana, Saifabad, Hyderabad 500 004, চেন্নাই : Pr. Accountant General (A & E), Tamilnadu & Puducherry, Lekha Pariksha Bhavan, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai 600 018. তিরুবঅনন্তপুরম : Pr. Accountant General (A & E), Kerala, Thiruvananthapuram 695 039. বেঙ্গালুরু এবং হুবলি : Pr. Accountant General (G & SSA), Karnataka, Audit Bhavan, C–Block, Post Box No. 5398, Bengaluru : 560 001.

দরখাস্ত পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর।

ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাসসহ খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

ইফকোয় ট্রেনি এগ্রিকালচার গ্র্যাজুয়েট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু এগ্রিকালচার গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি নেবে ইফকো। ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের ফিল্ড অফিসে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি। বয়স : ১–৯–২০১৯ তারিখে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ২০১৯–এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশিত হয়ে থাকতে হবে। ২০১৬–র আগে গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকলে আবেদন করবেন না। স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ৩৩,৩০০ টাকা। সফলভাবে প্রশিক্ষণশেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় চাকরির সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা দেওয়া যাবে প্রার্থীর পছন্দের যে কোনও জায়গা থেকে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iffco.in আবেদনের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

মৃত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেপরোয়া বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাইক চালকের। গুরুতর জখম হল তিন বছরের শিশু সহ দুজন। মৃত বাইক চালকের নাম সৌমেন বৈদ্য(২৬)।বাইক চালকের বাড়ি ক্যানিংয়ের তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা রাজাপুর গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হেড়োভাঙা–ক্যানিং রোডের কালিমন্দির বাস মোড় এলাকায়।গুরুতর জখম হয়েছেন বছর তিনেকের অলোক সরদার ও তার বাবা সুজিত সরদার।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন বিকালে বাবা সুজিত সরদারের হাত ধরে ছোট্ট অলোক সরদার রাস্তার একেবারেই পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটেই দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময় হেড়োভাঙার দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা হেলমেটহীন মদ্যপ বাইক চালক সৌমেন বৈদ্য আচমকা বাবা ও ছেলেকে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে বাইক চালকের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হন বছর তিনেকের অলোক সরদার ও তার বাবা সুজিত সরদার।স্থানীয় গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি বাবা ও ছেলেকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুততার সাথে তড়িঘড়ি বাবা ও ছেলেকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। অন্য একটি সুত্র থেকে জানা গেছে, এদিন সকালে সৌমেন বৈদ্য ও তার ৫–৬ জন বন্ধু মিলে ডাবুতে পিকনিক করতে গিয়ে আকণ্ঠ মদ পান করেছিল। পিকনিক সেরে এদিন বিকালে দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে তালদির রাজাপুর–এর বাড়িতে ফেরার সময় কালিমন্দিরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সৌমেনের। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হেরোইন সহ গ্রেফতার ১ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের জালে ধরা পড়েলা হেরোইন সহ এক দুষ্কৃতী ।ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার হালদার পাড়া অটো স্ট্যান্ডে ।অভিযুক্তের নাম জুব্বার আলি লস্কর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শনিবার ভোর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ঘুঁটিয়ারি শরিফের হালদার পাড়া অটো স্ট্যান্ড থেকে হেরোইন সহ এক দুষ্কৃতীকে ধরল ঘুঁটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ । তবে পুলিশ জানান অভিযুক্ত জুব্বার আলির কাছে প্রায় ৬ গ্রাম হেরোইন ছিল এবং সে ওই এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ছিল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ির পুলিশ । অভিযুক্ত জুব্বার আলিকে আজ আদালতে তোলা হবে ।

ষ্টোভ ফেটে গুরুতর জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ষ্টোভ ফেটে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারি শরিফ এলাকায়।গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলা।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারি শরিফ এলাকার বাসিন্দা বছর চল্লিশের গৃহবধূ ঝুমা সিংহ রায় রবিবার সকালে ষ্টোভ জ্বেলে রান্নার কাজ করছিলেন। আচমকা ষ্টোভ ফেটে গিয়ে ষ্টোভের আগুনে পুড়ে যান ওই মহিলা। স্টোভ ফাটার বিকট আওয়াজ এবং ওই মহিলার করুণ আর্তনাদ শুনে প্রতিবেশী ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন দেহের প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় ওই গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ক্যানিংয়ে টিকিট কাউন্টার ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশন। ইংরেজ আমলের এই ষ্টেশন দিয়ে প্রতিদিনই প্রায় লক্ষাধিক নিত্যযাত্রী যাতায়াত করেন। সোমবার সকালে সেই ক্যানিং ষ্টেশনে অতর্কিতে এক যুবক রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে তান্ডব চালালো বলে অভিযোগ উঠলো।আরো অভিযোগ তান্ডব চালানোর পাশাপাশি ক্যানিং ষ্টেশনের ২নং বুকিং কাউন্টারে পেয়ারা মেরে কাউন্টারের জানালার কাঁচ ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে রেলপুলিশ অভিযুক্ত যুবক দীপঙ্কর ঘোষকে গ্রেফতার করে । কেন ওই যুবক এমন ঘটনা ঘটালো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

খিচুড়ির কড়া উল্টে গিয়ে জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরম খিচুড়ির কড়া উল্টে গিয়ে পুড়ে গুরুতর জখম হল তিন পড়ুয়া সহ ৫ জন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ ব্লকের জীবনতলা থানার কালিকাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। পুড়ে যাওয়া তিন পড়ুয়া আরমিরা মোল্লা, রফিকুল মোল্লা, আনোয়ারা মোল্লা। এদিন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা কৃষ্ণা মন্ডল উনুন থেকে গরম খিচুড়ির কড়াই নামাচ্ছিলেন, আচমকা সেই সময় তাঁর হাত ফসকে কড়াই উল্টে যায়।গরম খিচুড়ি ছিটকে গিয়ে হাত,পা পুড়ে যায় তিন পড়ুয়ার।কৃষ্ণা দেবীও জখম হন। জোহরা বিবি নামে এক মা ও গরম খিচুড়িতে পুড়ে গিয়ে জখম হন। তাদের স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক প্রণব মন্ডল বলেন, এমন একটি ঘটনা কথা শুনেছি।পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।গরম খিচুড়ি ছিটকে গিয়ে তিন পড়ুয়া জখম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম নিতাই বিশ্বাস(২৬)। মৃতের বাড়ি বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নং তীতকুমার এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার বাসন্তী হাইওয়েতে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন সরবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন নিতাই বিশ্বাস। সেই সময় সরবেড়িয়া হাইস্কুলের কাছে বাসন্তী থেকে সরবেড়িয়ার দিকে যাওয়া দ্রুতগামী একটি ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় নিতাই কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা ওই যুবক কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। এদিকে দুর্ঘটনায় ওই যুবকের মৃত্যুর সংবাদ তার পরিবারের কাছে পৌঁছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

হাসপাতালের পাশেই আবর্জনা, মশার ডিপো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে বাঁচতে শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে প্রচারাভিযান। এদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেই পাশেই আবর্জনার পাহাড় জমছে। দীর্ঘদিনের জমা নোংরায় বৃষ্টির জল পড়ে পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পথ চলতি মানুষ তো বটেই রোগীরাও নাকে কাপড় দিয়ে আসা–যাওয়া করছেন। কারোর কোনো হেলদোল নেই। সকলেই দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সুপার অর্ঘ্য চৌধুরী সমস্যার কথা মেনে নিয়ে বলেন 'রাস্তার পাশের আবর্জনাপূর্ণ ওই জায়গাটা হাসপাতালেই বাইরে। ওই বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না।' তবে ওই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল কুমার মন্ডল অবশ্য সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে।

সুন্দরবন সংলগ্ন এই জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার গোসাবা,বাসন্তী,জীবনতলা সহ জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকে ভালো চিকিৎসা পরিষেবার জন্য চিকিৎসা করাতে আসেন এই মহকুমা হাসপাতালেই। হাসপাতালের ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে নোংরা আবর্জনা ফেলে তৈরি হয়েছে ভাগাড়ের পরিবেশ। সেখান থেকেই জন্ম নিচ্ছে ডেঙ্গু মশা সহ নানান ধরণের রোগ জীবাণু।ক্যানিং–বারুইপুর রোডের একদম পাশেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে সেই নোংরা আবর্জনার কাছেই রয়েছে একটি শববাহী গাড়ি। নোংরা আবর্জনার দুর্গন্ধে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তেমন রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় পথচলিত মানুষজন দুর্গন্ধ এড়াতে নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিরুপায় হয়ে যাতায়াত করছেন।এছাড়াও এই নোংরা আবর্জনা রাস্তার যেখানে ফেলে ভাগাড় তৈরির পরিবেশ হয়েছে। তার উল্টো দিকে খুব কাছেই ক্যানিং মহিলা থানা এবং ক্যানিং থানা রয়েছে। সবসময় কুকুর গোরু ছাগল সেখানে হাজির হয়ে যত্রতত্র রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে।

নোংরা আবর্জনায় অতিষ্ট সাধারণ মানুষজনও। পথচলিত সাধারণ যাত্রী কমল নায়েক,অরূপ হালদার'রা বলেন খোদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে এমন নোংরা আবর্জনা থেকে দুষিত হচ্ছে সংলগ্ন এলাকা।স্থানীয় প্রশাসন কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদাস।

নাম জানাতে অনিচ্ছুক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের এক পদাধিকার ব্যাক্তি জানালেন হাসপাতালের কাছেই নোংরা আবর্জনা ফেলে ভাগাড়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে,দুষিত হচ্ছে এলাকা। কিন্তু যেখানে নোংরা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সেই এরিয়া হাসপাতালের মধ্যে পড়ে না। ফলে আমাদের কিছুই করার নেই।

এবিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করতে বিষয়টি খতিয়ে দেখে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে যাতে ওই এলাকা থেকে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেড এর আর্থিক সহযোগিতায় ও ক্যানিং পশ্চিম আদিবাসী ল্যাম্পস লিমিটেডের পরিচালনায় এবং এভিজে ইনফোটেক প্রাঃ লিঃ এর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমুখী সুন্দরবন একাডেমী হাইস্কুলে দুমাসের মহিলাদের চাইল্ড কেয়ার টেকার (শিশু তত্ত্বাবধায়ক) বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল।আদিবাসী মহিলাদের শিশু রক্ষণাবেক্ষণ করা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করা, স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা, পরিস্কার ও পরিছন্নতা বিধি, শিশুর সাথে মেলামেশা ও গল্প করার পদ্ধতি, সৃষ্টি শীল কাজে উৎসাহ ইত্যাদি শিশু পালনীয় বিষয় গুলোর উপর দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ক্যানিং ১ ব্লকের প্রত্যন্ত পরানীখেকো, জয়রামখালী, ডাবু, পাঙ্গাশখালী, নলিয়াখালী, মধুখালী এবং কুলতলী ব্লকের পিচাখালী গ্রামের আদিবাসী ১৮–৩৫ বছরের ৩১জন প্রশিক্ষণ করে। আদিবাসী ল্যাম্পস সন্তু মুন্ডা জানান এনএসডিসি'র সার্টিফিকেট ও মহিলাদের স্বনির্ভরতা

র জন্য তাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে। পিংকী সরদার,সাগরিকা সরদার,কণিকা মুন্ডা'রা বলেন, অভাবের তাড়নায় খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারিনি।এই ট্রেনিং নেওয়ার পর আগামী দিনে নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে নিজে পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে পারবো বলে আশা করি।

আমরাও পারি, ওরা করে দেখালো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ওরা পূজা, নেহা, শবনম,তিথি।সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার গোবিন্দপুরের একটি আনন্দঘর হোমেই থাকে। নানান কারণে ওরা আজ এখানে! এখানে থেকেই লেখাপড়া শিখছে।

গত বৃহস্পতিবার ওদের হোমের মধ্যেই একটা

প্যাঁচা কে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওরা সেটাকে ধরে যত্ন করে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসে তৎক্ষণাৎ। ধরতে গেলেই কামড়ে দিচ্ছিল ও প্যাঁচাটি। নেহার দিদিই ওকে ধরে জানাল তিথি।

প্যাঁচা টি অসুস্থ ছিল, ঠিকই করেছিলাম সুস্থ করে ওর জায়গায় ওকে ফিরিয়ে দেবোই এমনটাই জানায় নেহা। হোমের সুপার বলেন, ওকে দুদিন যত্ন করে জল, খাবার খাইয়েছে হোমের মেয়েরা, এখন অনেকটা সুস্থ তাই শনিবার বনবিভাগের হাতে প্যাঁচা টি কে ওরাই তুলে দিয়েছে।

পূজা, নেহা, শবনম, তিথিদের জীবের প্রতি এমন প্রেম দরদ দেখে বনকর্মী গণেশ বাবু প্রশংসা করে বলেন ওরা খুব ভালো কাজ করেছে।ওদের একাগ্রতার জন্য প্যাঁচাটি তার পরিবেশে ফিরে যেতে সক্ষম হবে। এমন অভাবনীয় সবকথা শুনে প্রকৃতি বিজ্ঞানী দীপক দাঁ বলেন, আসলে সবাই জীববৈচিত্র পড়েছে কিন্তু ওই হোমের মেয়েরাও বুঝেছে, বড়োরা যা করে না, ওরা তা করে দেখালো ।

চিকিৎসার পয়সা নেই মৃত্যুর মুখে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অসহায় মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিংঃ দিব্যি চলছিল চার মেয়ে কে নিয়ে সংসার। একে একে সব মেয়েকে বিয়ে দিয়ে সংসার বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজলী মন্ডলের।সুন্দরবনের নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরে কোনও প্রকারে দিন গুজরান করতেন হরিপদ মন্ডল ও তাঁর স্ত্রী বিজলী মন্ডল।গত ২০০৯ সালে আয়লার তান্ডবে সবকিছুই গ্রাস করে নেওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ঠাঁই হয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। পরবর্তী সময়ে সরকারি সাহায্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও প্রায়দিনই অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটে ওই দম্পতির। মাঝে মধ্যে মেয়েরা সহযোগিতা করলেও তাদের সংসারেও দারিদ্রতার ছাপ পড়ায় সহযোগিতার ইচ্ছা থাকলেও সব সময় সাহায্য করতে পারেন না। ইতিমধ্যে দুরারোগ্য রোগের বাসা বেঁধেছে বিজলী দেবীর শরীরে। নিজের যাবতীয় যা কিছু ছিল তা সব শেষ করেছেন রোগের পিছনে।কিন্তু সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেলেও রোগ সারছে না কিছুতেই। ইতিমধ্যে বেশকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বিজলী দেবীর গলব্লাডার অপারেশন করতে হবে এবং সেটার জন্য আরো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষারও প্রয়োজন, তার জন্য আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার টাকা খরচ পড়বে। চিকিৎসকদের কাছে এমন কথা শুনে ভেঙে পড়েছেন বিজলী দেবী ও তাঁর স্বামী হরিপদ মন্ডল।নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তাদের আবার এত বিশাল পরিমাণ টাকা চিকিৎসার জন্য লাগবে শুনে ভেঙে পড়েছেন ওই দম্পতি।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সামনে কাঁদতে কাঁদতে বিজলী দেবী বলেন, অভাব অনটনের জন্য চিকিৎসা করাতে পারিনি। যদি কোন সহৃদয় ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করেন তাহলে হয়তো জীবনে আর কয়েকটা দিন বাঁচতে পারবো, না হলে––

বিদ্যালয়ের খাতায় ১২, হাজির মাত্র ৮

মলয় সুর : চলছে ভেন্টিলেশন পর্ব। যে কোনও সময় মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে চুঁচুড়ার সাধারণী বালক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে নন্দীপাড়া চাঁপাতলা এলাকায় এই প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খাতা কলমেই ১২। শিক্ষক ১ জন, শিক্ষিকার সংখ্যা ২ জন। তবে বাস্তব ছবিটা আরও করুন। চুঁচুড়া চাঁপাতলা যাওয়ার রাস্তার মোড় থেকে গলির ভিতর পড়বে এই স্কুল। বহু পুরনো স্কুলটি।

যদিও স্কুল বহুদিন নন্দীবাড়িতে ভাড়া রয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশনের সহযোগিতায় শৌচালয় বানানো হয়েছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যা যা পরিকাঠামো দরকার সবই রয়েছে সাধারণ বালক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যদিও আগে মানিক মণ্ডলের পাঠশালা বলেই পরিচিত। কিন্তু স্কুলের অক্সিজেন বলতে যা বোঝায় তা হল পড়ুয়া। সেই পড়ুয়া নেই। স্কুলের পড়ুয়ার এই আকাল চলছে বছর দুয়েক ধরে। এই প্রাইমারি স্কুলে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দেবদাস মণ্ডলের সময় প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পড়ুয়ার সংখ্যা কমে যাওয়ায় হেড টিচার মহুয়া ভট্টাচার্য কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে চাননি। স্কুলে পড়ুয়াদের মিড ডে মিল পরিষেবার গুনগত মানের অনেক ঘাটতি রয়েছে। কিছুদিন আগেই এই চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির স্কুলে মিড ডে মিলে ছাত্রীদের নুন ভাত দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

জেলা জুড়ে স্থানীয় সমাজসেবী সুজয় নাথ স্কুলটির উন্নতির জন্য পড়ুয়া ফেরাতে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন। এরপর সুজয় হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সাংসদ দফতরে বিষয়টি জানান। মোদ্দা কথা স্কুলের হেড দিদিমণি মহুয়া ভট্টাচার্যের ব্যবহার খুবই খারাপ। এলাকার লোকের সন্তানদের স্কুল পাঠাতে প্রধান শিক্ষিকা কোনও সহযোগিতা করেন না। বিশেষ করে দিদিমণিরা মিড ডে মিল রান্নার মহিলাদের বলেন আপনারা বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ব্যবস্থা করুন। এ বিষয়টি ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী দাসকে জানানো হয়। এমনকি দিদিমণিরা স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে কাছেই মাঠেই দৌড় করান। পড়াশোনার মান অতি নিম্নমানের।

দিদিমণি বাণী দাস বেশির ভাগ সময়ই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ওই স্কুলের হেড দিদিমণি আগে জ্যোতিষ চন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলেন। সেখান থেকে এই স্কুলে আসেন। তবে শিক্ষক অলোক মল্লিক খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন এবং যত্ন সহকারে তাদের পড়ান। কয়েক বছর পরেই এই প্রাইমারি স্কুলটি দেড়শো বছরে পদার্পণ করবে।

দেড়শো বছরের কাছাকাছি স্কুলটিকে স্রেফ পড়ুয়ার অভাবে বন্ধ হতে দেব না। মন্তব্য করেন স্থানীয় যুবক প্রদীপ দত্ত। সে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বইখাতা পেন বিনা পয়সায় বিতরণ করেন। আগে পড়ুয়াদের নাচ, গানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো,এখন সব বন্ধ। এভাবে চলতে থাকলে উঠেই যাবে ওই চত্বরের একমাত্র সরকারি প্রাথমিক স্কুলটি।

চেয়ারপার্সনের হার, নতুন পুরপ্রধান কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : অকাল অনাস্থায় দক্ষিণ শহরতলির পূজালি পুরবোর্ডের চেয়ারপার্সন রীতা পালের অপসরণ হয়ে গেল গত ২৬ আগস্ট। ১৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জন তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থায় স্বাক্ষর করেছিলেন। ২৫ আগস্ট হঠাৎ রীতা পাল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অনেকেই ভেবেছিলেন অনাস্থা সভা বোধহয় বানচাল হয়ে যাবে। কিন্তু অনাস্থার দিন সভায় ঠিক সময়েই হাজির হন রীতা পাল। ১৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে অলোক দাস অনুপস্থিত ছিলেন। ধ্বনি ভোটে রীতা পাল হেরে যান। তিনি আপাতত সাধারণ পুরমাতা হিসাবে থাকছেন। দল ছাড়ছেন না। তবে তিনি বলেছেন, দলের প্রচ্ছন্ন মদতেই তাকে অকালে পদ হারাতে হল। তাঁর প্রতি দল অন্যায় করল। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন পুর প্রধান ঠিক হবে। সূত্রের খবর পুর প্রধান হিসাবে বেশ কয়েকজনের নাম আলোচিত হচ্ছে। যার মধ্যে তাপস বিশ্বাস ও সুদেশ মাঝির নাম বেশি শোনা যাচ্ছে। তবে পূজালি এলাকার গুঞ্জন যিনিই চেয়ারম্যান হোন, তাকে অবশ্যই ভাইস চেয়ারম্যান ফজলুল হকের অনুগত হতে হবে।

হেরিটেজ হয়েও বিলুপ্তির পথে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ি

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–১৫৭ বছর আগে সুন্দরবনের খুব কাছেই মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত এই বিলাসবহুল বাড়িটিতে দিন কাটিয়েছিলেন এক ব্রিটিশ দম্পতি। ভদ্রমহিলা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত এক চিত্রশিল্পী।তাঁরই শিল্পকলার জাদু আজও শোভা পায় সুদূর ইংল্যান্ড সহ দেশ বিদেশের জাদুঘরে।সেই সময় প্রত্যন্ত এই সুন্দরবন থেকে সুন্দরবনের নদীনালা, প্রাকৃতিক বৈচিত্র সহ গ্রাম বাংলার ছবি এঁকে তাঁর এক বিখ্যাত বান্ধবীকে চিঠি পাঠাতেন।আর সেই বান্ধবী হলেন খোদ রাণি ভিক্টোরিয়া।বিখ্যাত সেই চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলার শ্বশুর ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর স্বামী ছিলেন চার্লস ক্যানিং (লর্ড ক্যানিং)।চিত্রশিল্পী ভদ্রমহিলা হলেন শার্লোটের।

তৎকালীন তাঁর সেই সাধের ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বাড়িটি আজ বিলুপ্তির পথে!পাশাপাশি শেষ হতে চলেছে ব্রিটিশ ইতিহাসের শেষ স্মৃতির অধ্যায়টিও।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় অশান্ত উত্তেজিত ভারতবর্ষকে শান্ত করেছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং। বিদ্রোহীদের

যেমন কড়া হাতে দমন করেছিলেন তেমনই আবার ভালোবাসাও দিয়েছিলেন।এমন কর্মকান্ডের জন্য তাঁর নাম হয় ক্লেমেন্সি ক্যানিং।

উল্লেখ্য, এর বেশ কয়েক বছর আগেই ১৮৫৩ সালে সুন্দরবনের দাপুটে নদী বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীর সংযোগস্থলে বন্দর গড়ার কথাও চিন্তাভাবনা করেছিলেন।সেই সময় লর্ড ক্যানিং মাতলা ৫৪ নম্বর লটের ৯০০ একর জমি কিনেছিলেন মাত্র ১১ হাজার টাকায়। তাঁরই উদ্যোগে সাধের বাড়িটিতে তৈরি হয় পোর্ট অফিস।জরিপের জন্য বিলেত থেকে আনা হয় নামিদামি যন্ত্রপাতি এবং বইপত্র।কোন কাজ সেভাবে এগোয় নি।১৮৬১ সালে মারা যান লর্ড ক্যানিংয়ের স্ত্রী শার্লোটের(লেডি ক্যানিং)। শোকস্তব্ধ লর্ড ক্যানিং ফিরে যান ইংল্যান্ডে। ১৮৬২ সালে তিনিও পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের এটি শহরের পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের এই শহরের নামকরণ হয় ক্যানিং।

শতাব্দী প্রাচীন সেই ঐতিহ্যবাহী বিলাসবহুল বাড়িটি থেকে হারিয়ে গিয়েছে লর্ড ক্যানিংয়ের সেই সব অতীত স্মৃতি।মাতলা নদীর তীরে

বিশেষ স্থাপত্য পদ্ধতি অবলম্বন করে তৈরি হয়েছিল দোতলা বাড়িটি।বিশাল বাড়িটির সামনে ছিল সিংহদূয়ার,কেয়ারি ফুলের বাগান আর সবুজ ঘাসের লন এবং ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের খিলান যুক্ত।

মাতলা নদীতে জোয়ারের সময় জল বাড়লে সেই জল এই বাড়ির নীচে খিলান থেকে বেরিয়ে যেত বিশেষ পদ্ধতির জন্য।বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্যানিংয়ে অন্যান্য বাড়ি গুলি ভেঙে পড়লেও আজ অবধি ব্রিটিশ আমলের সর্বশেষ স্মৃতি এই বাড়িটি ধসে গেলেও ভেঙে পড়েনি।দোতলা এই বাড়ির মধ্যে ২২ টি ঘরের প্রতিটি ঘরের মধ্যে ছিল ইতিহাস।প্রথম তল থেকে দ্বিতীয় তলে ওঠার জন্য রয়েছে একটি দামী প্রশস্থ কাঠের সিঁড়ি। বর্তমানে সেই ইতিহাস কে ধ্বংসস্তুপ গ্রাস করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে।

১৯৬২ সালে ক্যানিংয়ের জয়দেব ঘোষ দম্পতি মুম্বাইয়ের জে এম দাতিয়াল–আরসি কুপার কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নেন। ঘোষ দম্পতির ছেলে বরুণ ঘোষ বিশাল এই বাড়িটি তেমন ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হতে পারেননি।জানা যায় এক সময় এই বিলাসবহুল বাড়িটি হোটেল তৈরি করার জন্য কিনতে চেয়ে জয়দেব ঘোষ কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন চিত্রাভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।আবার সাহারা ইন্ডিয়া গোষ্ঠীও বাড়িটি কিনতে চেয়েছিল।কিন্তু জয়দেব বাবু বিক্রি করেননি।বিশাল বাড়িতে বসবাস করতেন জয়দেব ঘোষ ও তার স্ত্রী শিখা ঘোষ।১৫ টি ঘরের মধ্যে দূর্মূল্য বই, বেলজিয়াম কাঁচের নকশা করা আয়না,মেহগণি কাঠের তৈরি টেবিল,ইংল্যান্ডের লরেন্স অ্যান্ড মেয়ো কোম্পানির টেলিস্কোপ সহ অন্যান্য দামি আসবাব পত্র ১৫ টি ঘরের মধ্যে রেখে তালা মেরে দিয়েছিলেন।পরবর্তী গত প্রায় চার পাঁচ বছর আগে ঘোষ দম্পতি মারা যাওয়ায় বাড়িটি অভিভাবক হীন হয়ে পড়ে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ২০০১ এর আইন অনুযায়ী হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করলেও ২০১৮ সালে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনটিকে ঐতিহ্যশালী ভবনের স্বীকৃতি দেয়। যদিও ভবনটি এখনও অবধি কোন সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। সুন্দরবনে বেড়াতে আসা দেশবিদেশের পর্যটকরা আজও ঐতিহাসিক এই ভগ্ন বাড়িটি দর্শন করে সুন্দরবন ঘুরে যান।

প্রশাসনের অবহেলায় সেই থেকে অবহেলিত শতাব্দী প্রাচীন ইংরেজ আমলের স্মৃতি এই বাড়িটি বিলুপ্তির পথে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৩১ আগস্ট – ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

এক ঘরে পাকিস্তান

অখন্ড ভারতকে ভৌগোলিক ভাবে তিন টুকরো করে দিয়েছিল ব্রিটিশ। সেই তিন টুকরো আজকের ভারত–বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশ। এই উপমহাদেশের নানা অস্থিরতার পিছনে পাকিস্তানের বৈরিতার ইতিহাস দীর্ঘ। যে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার তরুণ প্রাণ শহিদ হয়েছিল আজ ইতিহাসের ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়েছে। নানা সময়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ ও বৈরিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান বেশি ভাগ সময়ই গণতন্ত্রের মুখ দেখেনি। সে দেশ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে অনেকটা প্রতিবেশি বাংলাদেশের মতোই। বহু সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানে লালন পালন হয় বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে বর্তমান ভারত সরকার যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে সবচেয়ে বেশি 'মর্মাহত' হয়েছে বর্তমানে ইমরানের পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক সব মঞ্চেই ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব ব্যাপারকে নিয়ে হইচই করার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বার্থে। লাগামহীন দায়িত্বজ্ঞান হীন মন্তব্য পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খাটো করে দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সাফল্য কোণঠাসা করে দিয়েছে বর্তমানের পাকিস্তানকে। জি–৭–এর আন্তর্জাতিক সভাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সখ্যতা ইমরানকে ও তার মন্ত্রীমণ্ডলীকে যথেষ্ট 'আঘাত' দিয়েছে। ভারত অনেক আন্তর্জাতিক বন্ধু কাশ্মীর ইস্যুতে পাশে পেয়েছে। পাকিস্তান তার চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে পরমানু যুদ্ধেরও হুমকি দিয়ে রেখেছে। এই মুহূর্তে ভারত সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে সীমান্তে ভারত পাক যুদ্ধের সম্ভবনা আছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবরে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তান 'তাদের নিজস্ব ব্যাপার' বালুচিস্তান নিয়ে তারা বিব্রত। বালুচিস্তানও স্বাধীনতার পথ খুঁজছে। এদিকে ভারত প্রাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে। ভারত অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। পাকিস্তানকে চাপে রাখতে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। এদিকে বিরোধী দলের নেতাদের কাশ্মীর সফর নিয়ে যে বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল তা এখন অনেকটাই স্তিমিত। সম্প্রতি রাহুল গান্ধি পাকিস্তানের বিপক্ষে কথাও বলেছেন। পাকিস্তান প্রশ্নে মোদী সরকার বিরোধীদের পাশে পেলে পাকিস্তান আরও চাপে পড়ে যাবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিক তারা।

অতীতে জওহর লালের আমলে কিংবা ইন্দিরা গান্ধির আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা ছিল তার মাশুল ভারতকে গুনতে হয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর কিংবা আকসাই চিন তার জ্বলন্ত প্রমান। এদেশের বামপন্থী কিংবা অতি বামপন্থীদের বোঝবার সময় এসেছে দেশের স্বার্থ আগে। সম্প্রতি কাশ্মীরের সামাজিক অস্থিরতা অনেকটাই সুস্থির বলে সরকারি খবরে প্রকাশ।

যদি আনবিক অস্ত্র পাকিস্তান ভুলক্রমেও ব্যবহারের উদ্যোগ নেয় তাহলে দু দেশের পক্ষেই যেমন ক্ষতিকর তেমনই পাকিস্তানের মানচিত্র কতটা সুরক্ষিত থাকবে সে প্রশ্নও ইতিমধ্যে তথ্যাভিজ্ঞমহলে উঠেছে। পাকিস্তান প্রতিবেশি দেশ তাদের অভ্যন্তরিণ শান্তি বজায় রাখা তাদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দুদেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের এক্ষেত্রে আরও অনেক সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

প্রকৃতি চায়–আমরা প্রতিক্রিয়াশীল হই, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করি, প্রতারণার বিনিময়ে প্রতারণা করি, মিথ্যার বিনিময়ে মিথ্যার আশ্রয় লই, আমাদের সর্বশক্তি দ্বারা আঘাতের সমুচিত উত্তর দিই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত না করিতে হইলে নিজেকে সংযত করিতে সর্বোপরি অনাসক্ত হইতে এক বিরাট দিব্যশক্তির প্রয়োজন।

প্রতিদিন আমরা নিত্য নূতনভাবে অনাসক্ত থাকিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হই। আমরা আমাদের অতীত ভালবাসা ও আসক্তির বিষয়গুলির দিকে তাকাই এবং অনুভব করি, উহাদের প্রত্যেকটিই আমাদের জীবন কিরূপ দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের 'ভালবাসা'র জন্যই আমরা নরাশ্যের অতলগর্ভে চলিয়া গিয়াছি। বুঝিতে পারিলাম, আমরা অপরের হস্তে নিতান্ত ক্রীতদাস, আমাদের টানিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর অবস্থায় নামান হইয়াছে। আবার আমরা নূতনভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইঃ এখন হইতে আমি নিজের উপর সম্পূর্ণকর্তৃত্ব করিব, এখন হইতে নিজেকে সংযত করিব। কিন্তু কার্যকালে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়। আবার জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর বাহির হইতে পারে না। জীব–পক্ষী জালে আবদ্ধ–পক্ষসঞ্চালন করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাই আমাদের জীবন।

আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর। বাধাবিপত্তিগুলি প্রচণ্ড, এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি; কালক্রমে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, যেসকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল, দয়ালু, অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাঁহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ পরা মিথ্যাচারীতে পরিণত হন।

ফেসবুক বার্তা

জেনারেল Knowledge

আমাজনকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় কারণ পৃথিবীর ২০ শতাংশ অক্সিজেনই আসে এই জঙ্গল থেকে। এমনকি এই জঙ্গল পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ প্রজাতির অনেক জীবজন্তুর বাসস্থান। কিন্তু একটি খুবই দুঃখের খবর হল এই আমাজনের জঙ্গল ৩ সপ্তাহ ধরে দাবানলের আগুনে পুড়ছে। ব্রাজিল সরকার এই বিষয়ে এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই জঙ্গল ধ্বংস হলে বিশ্ববাসীর কাছে নেমে আসবে এক দুঃস্বপ্ন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুচলেকার প্রতিষেধক মুচলেকা শিক্ষক নন শিক্ষাকর্মী এরা

নির্মল গোস্বামী

আমাকে ছোটবেলায় পাড়ার এক দাদা তাস খেলা শিখিয়ে ছিলেন। সেই জন্য তাকে কোনও দিন প্রণামও করিনি এবং তিনি বিশেষ মর্যাদার পাত্রও হয়ে ওঠে নি কোনও দিন আমার কাছে। তেমনি আমাদের এই বিপুল কর্ম জগতে নানা কর্ম সম্পাতের জন্য কারো কাছে শিখতেই হয়। জাল বোনা, জাল ফেলা শিখলে তবেই মাছ ধরতে পারা যায়। কাঠ কাটা, কাঠ ঘষামাজা শিখতেই হয় ছুতোরকে। এমনকি হাপরের বাতাসে কেমন করে কাঠ কয়লার আগুনে লোহাকে পুড়িয়ে পিটিয়ে কাস্তে কাটারি তৈরি করতে হয়–তাও শেখার বস্তু। এক তাল কাদা থেকে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে যে কুমোর তার চাক ঘোরানো ও দীর্ঘদিন অধ্যবসায় সহ অনুশীলন না করে কেউ কুমোর হতে পারে না। এই যে কামার কুমোর জেলে ছুঁতোর এরা সমাজে অত্যন্ত অপরিহার্য। এদের ছাড়া, এদের শিক্ষা ছাড়া যুগ যুগ অভিহিত করেনি কোনও দিন। ছাত্ররা রাস্তাঘাটে দেখলেই এদের চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করে না। সমাজ এদের কোনদিনই সমাজের সর্বোচ্চ ভাগে বসায়নি। অথচ কী আশ্চর্যের বিষয় ভাবুন। একজন মানুষ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ না শিখেই দিব্য জীবন চালিয়ে নিতে পারে। তার রুটি রুজির অভাব হয় না। কিন্তু একজন মানুষকে কোনও না কোনও কাজ কারো না কারো অন্ন সংস্থান করতে পারবে না। তবুও সেই শিক্ষা দেয় তাকে আমরা শিক্ষক জ্ঞানে সম্মান করি না। অপর দিকে কে করে এক শিশুকে হাতে ধরে 'অ আ ক খ' শিখেছিলেন সেই শিশু আজীবন তার সেই শিক্ষককে ভুলতে পারে না। চির জীবন সেই শিক্ষককে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সম্মান জানায়।

অন্যান্য কর্ম শিক্ষা আর পাঠ্য শিক্ষার মূলে যে মৌলিক তফাৎটা আছে– তা আজকালকার শিক্ষকরা বোধহয় সেই বিষয়ে সচেতনই নয়। তাই তারা শিক্ষক না হয়ে শিক্ষাকর্মী হতেই বেশি আগ্রহী। আমরা সকলেই জানি যে মাতৃ জঠর থেকে পড়ে একজন কিন্তু মানুষ হয় না। মানুষ হতে গেলে তাকে নির্দিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আর সেই শিক্ষাটাই দেয় শিক্ষক বা গুরু মশায়। একদিন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সমাজ গঠন করেছিল। সেই মানুষের সমাজে যদি অমানুষের ভিড় বাড়ে তাহলে সমাজও টিকবে না। তাই মানুষের সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে, দল দল এমন মানুষ চাই যারা মানবিক গুণ সম্পন্ন হবে, যাদের সমাজের ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকবে, যারা নীতিপরায়ণ হবে যারা সত্যের পূজারী হবে। এমন মানুষই পরবর্তীকালে সমাজকে আরও উন্নত করবে। এমন মানুষদের হাতেই একদিন সমাজ শাসনের ভার অর্পিত হবে। তাই প্রাচীন কালে গুরুরূপ ঋষি গৃহে এক একজন মস্ত দার্শনিক। শুধু

বেদ অধ্যয়ন নয়, সেই সব গুরুরা অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, অস্ত্র বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। তার সঙ্গে ছিল জীবনের সার সত্যের সঙ্গে পরিচয় করানো।

পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে আজকের স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকারা সেই সব ঋষিকুলের প্রতিরূপ। আধুনিক গুরুরূপী শিক্ষক। এরা নম্বরের বোঝা মাথায় নিয়ে বিদ্যালয় প্রবেশ করেছে সেই মানুষ গড়তে। বিনিময় মোটা সরকারি পারিশ্রমিক নিয়ে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। তারা কি ভবিষ্যৎ মানুষ গড়তে পারে? পারে না তাই দেখা যায় ছাত্রীরা নুন ভাত খাচ্ছে তা দেখেও নির্বিকার দিদিমণিরা। সন্তান সমা ছাত্রীরা নুনভাত খাচ্ছে দেখেও যাদের বিবেক রক্তাক্ত হয় না তারা কি পরিপূর্ণ মানুষ? সংবেদনহীন জড় বিবেক সম্পন্ন শিক্ষিকারা তারা সমাজের দেয় মোটা অর্থে লালিত হচ্ছে এটা সমাজের লজ্জা এবং অপরাধ। অপরাধ এই যে আমরা সমাজের সঞ্চালকরা কচি কচি শিশুদের বৃহত্তর মনুষ্যত্বের উত্তরনের দায়িত্ব দিয়েছি হৃদয়হীন কিছু রোবটদের হাতে। এই অপরাধের শাস্তি সমাজে কিন্তু ভোগ করছে। ফল পাচ্ছে হাতে নাতে। বিগত দু তিন দিনের খবরের কাগজে চোখ রেখে দেখা গেল দাদা ভাইকে খুন করছে। ছেলে বাবাকে খুন করছে, প্রতিবেশি ২৪ বছরের তরুণী প্রতিবেশির বাড়িতে ডাকাতির ছক কষেছে লোভের বশে। এক দিনে কলকাতায় তিন জোড়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা খুন হল, প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন করছে। আর শেষে নিজের মেয়ে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের গলার নলি কেটে মারছে।

সমাজের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য আইনের যতটা প্রয়োজন তার থেকে বেশি প্রয়োজন সমাজে প্রকৃত মানুষের সংখ্যাধিক্য। স্কুল বিদ্যালয়গুলিই হল তার উৎস। সেই উৎসমুখ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে প্রকৃত মানুষের জোগান আসবে কোথা থেকে?

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি সর্ব যুগে ছিল। আধিকারিকদের মিথ্যাচারও ছিল। কিন্তু তার জন্য শিক্ষকদের মিথ্যাচার করার প্রয়োজন হয় নি। স্কুল পাঠশালায় প্রকৃত মানুষ তৈরিতেও ভাঁটা পড়ল না। কারণ শিক্ষকদের মেরুদণ্ড ছিল সোজা। সত্যের পথে চলতে, সত্যকথা বলতে, সদা কথা বলতে, সদাচারী হতে তাদের কেউ বাধা দেয় নি। অথচ দারিদ্র ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্রকে তারা জয় করেছিল জীবনবোধে স্থির থেকে। দারিদ্রের সঙ্গে আপোস করা সম্মানের। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করা ছিল অন্যায়। তাই সেই সব শিক্ষকদের চরিত্র ভাবনা চিন্তা সব কিছু অদৃশ্যভাবে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চালিত হত। মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে তারাও জীবনে মূল্যবোধের শিকার হতে বাধ্য হতো। সমাজ প্রকৃত মানুষ পেতো।

কোনও শিক্ষক বলতে পারবে না যে খালি পেটে আছি। আজ আর্থিক দিক দিয়ে তারা সমাজের উচ্চ স্তরেই অবস্থান করে। তবুও তারা দীনহীন নীতিহীন আদর্শহীন হয়ে পড়ছে দিন দিন।

বাম আমলে একবার টিউশনি করব না বলে মুচলেখা দিয়েছিল। কিন্তু কেউ কারো কথা শোনেনি। আবার অতি সম্প্রতি স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের 'টিউশনি করব না' বলে মুচলেখা দিতে হয়েছে। কিন্তু অনেক টিচার এখন নতুন নতুন পন্থা নিয়েছেন। সেটা হল যে অভিভাবকদের থেকে তারা বিনা পয়সায় পড়াচ্ছে বলে মুচলেখা লিখিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পয়সা নিচ্ছে। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা নয়। আইনকে ফাঁকি দেওয়ার এই উকিলি বুদ্ধিই আজ সর্বস্তরে প্রতিফলিত হচ্ছে।

শিক্ষক মানুষ গড়ে তারপর সেই মানুষই মন্ত্রী হয়, জজ হয়, উকিল হয়, বড় অফিসার হয়, পুলিশ হয়, কেউ কেউ বড় ব্যবসায়ী হয়। আর এরাই দেশ চালায়। আজকের অবক্ষয় কী গোড়ায় গলদের ফল। আজকের রাজনীতির আঙিনা এতোটাই প্রসারিত যে তার বাইরে আর কোনও কিছু নেই। রাজনীতির গ্রামে সমাজ অস্তিত্ব হারিয়েছে। সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে

পড়েছে। সমাজ শাসন আজ অলীক বস্তু। তাই সামাজিক দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি। শিক্ষকরাও তার বাইরে নয়। সামাজিক দায়িত্বহীন সমাজ বিচ্ছিন্ন পয়সা রোজগারের জন্য শিক্ষাকর্মী। শিক্ষক হওয়ার তাগিদ নেই অধিকাংশেরই।

জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান

অমিতাভ সেন

রামো রামো, এক পথচারী চিৎকার করে উঠলো, হাইড্রান্ট পট হোল এর ঢাকনাটা খুললি কেন? সারা রাস্তা দুর্গন্ধে ভরে উঠলো। সারা সমাজ এই রকম দুর্গন্ধে ভরে ওঠে আরেকটা ঘটনা ঘটলে, অমর্ত্য সেন মুখ খুললে। এই লোকটার সাম্প্রতিকতম বিবৃতি : ভারতীয় বলে নিজেকে মনে করতে লজ্জা করে।

আমাদেরও লজ্জা করে এই কথা মনে করতে যে একদিন এই লোকটাকে 'ভারত রত্ন' সম্মান দেওয়া হয়েছিল। মাননীয় অটলজী অনুরোধ জানিয়েছিলেন– যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। অথচ তার দু–তিন বছর বাদে ইউপিএ আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর গ্রুপের চেয়ারম্যান হয়ে দশ বছরে চার হাজার কোটি টাকা চুনা লাগিয়ে দিয়েছে। একটা পিএইচডি বেরোয় নি। একটা থিসিস লেখা হয়নি, অন্যদিকে ট্যাক্স পেয়ারদের এতো বিপুল পয়সা ধাঁ হয় গেল।

আমরা গর্ব অনুভব করি ব্রিগেডিয়ার উসমান এর নাম স্মরণ করে। লক্ষ্ণৌএর শিয়া মুসলমান। জিন্না এমনও টোপ দিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেঃ জেনরল বানিয়ে দেবে। কিন্তু নিজের বাপ পিতামোহর ভিটেমাটি দেশ ছাড়তে রাজী হননি ব্রিগেডিয়র সাহেব। ইনফ্যানট্রির সংগে সামনে থেকে দুশমনদের পাঙ্গা নিতেন, সাব এরিয়া হেডকোয়ার্টারে বসে কম্যান্ড করা নয়। পুঞ্চ সেকটরে পাকিস্তানী হানাদারদের মুখ তৌড় জবাব দিয়েছিলেন। অবশেষে বীরগতি প্রাপ্ত হন ৫০ বছর বয়সে। ১৯৬৩ সালে লাদাখএর রেজাংলা পাস প্রায় তিন হাজার চিনা সৈন্য সীমান্ত পার হয়ে আসছে। পোস্ট সামলাচ্ছেন ২৭ বছর যুবক টেনিস চ্যাম্পিয়ন মেজর শৈতান সিং আর ১২৮ জন বীর সৈনিক। বুকে লাল গোলাপ, হাতে সাদা পায়রা ওড়ানো নেহরু তখন পিস নোবেল প্রাইজ পাওয়ার খোয়াবে মশগুল। শুধু পঞ্চশীল কপচাচ্ছে– হিন্দি চিনি ভাই ভাই। না আছে সমরাস্ত্র, নাপোশাক আশাক। আর বাইরে অক্টোবর মাসের– 200C তাপমাত্রা। কুমায়ুন রেজিমেন্টের সবকয়জন সেনানী হরিয়ানা–রাজস্তানের আহির সম্প্রদায়ের সন্তান। পিওর ভেজিটেরিয়ন, গোদুগ্ধ সেবী পালোয়ান, মিনিমাম হাইট সাড়ে ছয় ফিট, এভারেজ এজ ২৪ বছর। ওদিকে চিনে হানাদাররা ওয়েল আর্মড, পেছনে রয়েছে আর্টিলারী সাপোর্ট।

ভারতমাতার সন্তানদের নির্ভুল লক্ষ্যে এক একটা গুলিতে চিনেরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। গুলি বারুদ যখন শেষ তখন চারফুটিয়া চিনেদের তুলে তুলে আছাড় মেরে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি করে দিচ্ছে কুমায়ুন বাহিনী। সেই মুহূর্তে ছোবল মারে প্রবল তুষার ঝড়। চিনেরা চলে যাবার সময় দুজন ভারতীয় আহত সৈনিককে ধরে নিয়ে যায়। চিন সরকার নেহেরুর জন্মদনে ১৪ নভেম্বর এই দুই সৈন্যকে প্রত্যার্পন করে। দুর্বৃত্ত নেহরু পার্লামেন্টএ আগ বাড়িয়ে ঘোষণা করে দেয় : দিস প্লাটুন অব কুমায়ুন রেজিমেন্ট হ্যাজ ভের্সাটেড রেঝাংলা ব্যটল ফিল্ড। দে উইল বি ট্রায়েড ইন দ্য মার্শাল কোর্ট। এই ভিত্তিতেই কম্যুনিস্ট পার্টি চেল্লাতে থাকে– চিন নয়, ভারতই প্রথম আক্রমণকারী। পরের বছর যখন বরফ গলে যায় অনুসন্ধানকারী বাহিনী দেখে একটা পাহাড়ী কুকুর মুখে একটা পাউরুটি নিয়ে নেমে আসছে ওপর থেকে নিচে। আর একটা লোমশ কুত্তা নীচে থেকে ওপর দিকে ছুটছে। ইনভেসটিগেটিং টিম দ্বিতীয় সারমেয়কে ফলো করে পৌঁছে যায় সেই অকুস্থলে যেখানে কুমায়ুন রেজিমেন্ট লড়েছিলেন চিনা হানাদারদের বিরুদ্ধে। দৃশ্য দেখে তারা চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। অন্তত্বঃপক্ষে চিনা সৈনিকের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে দেড় হাজার।

তাদের শরীরে অস্ত্রের আঘাত কিংবা ধোবি আছাড়ের চিহ্ন রয়েছে। তার সঙ্গে দেহে আছে পর্যাপ্ত শীত বস্ত্র। ভারতপুত্রদের গরম জামাকাপড়ের অবস্থা অতি শোচনীয়। একজন সৈনিকের এক হাতে রয়েছে গ্রেনেড অন্যহাতে তার পিন। পিনটা খুলে গ্রেনেড ছুড়বার মুহূর্তে পাহাড় থেকে নেমে আসা শৈত্যপ্রবাহ ভারতমাতার বীর সন্তানকে নিথর করে দিয়েছে। তার শরীরটা এমনভাবে স্ট্যাচু হয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে শিল্পী রামকিংকরের ভাস্কর্য। মেজর শৈতান সিং এর পূণ্য শরীরের চারপাশে পড়ে রয়েছে দেড় ডজন চিনা লাশ। বীরগতি প্রাপ্ত হবার আগে মেজর এদের পালোয়ানি ধোবি আছাড় লাগিয়েছেন। কারণ আর এমুনিশন অবশিষ্ট নেই। ভারতমাতার এই বীর সন্তানদের অপদার্থ নেহরু ভাগোড়া বদনাম দিয়েছিল। মাঃ অটলজী এই সৈন্যদের আত্মাহুতি দেবার পূণ্যস্থলে এক মেমোরিয়াল বানিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'আহির ধাম'। ব্রিগেডিয়ার ওসমান, মেজর শৈতান সিংকে মরনোত্তর পরমবীর চক্র সম্মানে ভূষিত করা হয়। প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন মানুষ তাঁদের স্মরণ করে গর্ব অনুভব করেন, অমর্ত্য কী বলেছে সেটা পাত্তা দেয় না।

এই সৈনিকরা সাধারণতঃ ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে রিটায়ার করে যান। কর্ম জীবনে মাত্র দুটো পে কমিশন এর বেনিফিট পান। অন্যান্য সিভিল সার্ভিস কর্মীরা অন্ততপক্ষে চারটি পে কমিশন নিয়ে রিটায়ারমেন্ট এরপর পেনশন পান। ৪০ বছর বয়সে অবসর নেওয়া পেনসন আর ৬০ বছর বয়সে মাইনে পাওয়ার পর পেনসন এর অংকে অনেক পার্থক্য থাকে। এইজন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে one rank one pension এর দাবি পঞ্চাশ বছর ধরে পেশ করা হয়েছে। বহু কমিটি বানানো হয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি। OROP সার্থকভাবে রূপায়ন করেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অহিংসা প্রচারের কাজে সকল রাজকর্মীকে লাগিয়েছিলেন। শৌর্য বীর্য ধ্বস্ত করা হয়েছিল। অবশ্যই সত্য অহিংসা পরমো ধর্মঃ। মনে রাখতে হবে ধর্ম হিংসা তথৈবচ। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে হিংসা সেটাও অহিংসারই নামান্তর মাত্র।

এরকম আরেকটা দাবি সকল বিশেষজ্ঞর তরফ থেকে তুলে ধরা হয়েছিল Chief of Defence Staff এর নিয়োগ। পৃথিবীর সকল দেশেই স্থল, জল ও বিমান বাহিনী নিয়ে যে সেনাবাহিনী তৈরি হয় তার শীর্ষে থাকেন একজন Chief Officer, শুধু ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে ১৯৬২ সালে চিনা বাহিনী NEFA পার হয়ে বমডিলা পর্যন্ত এসে গেছিল। বিমান বাহিনীকে কোনও কাজেই লাগানো হয়নি। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে ইন্ডিয়ন নেভির পনডুবির তেল সমুদ্রের জলের ওপার তলে ছড়িয়ে ছিল। হাইডেনসিটি ফ্লুইড সাপ্লাই এবং লোড হওয়ার কথা নয়। পাকিস্তান INS KUKRI কে টর্পোটো মেরে ধ্বংস করে। পনডুবির কম্যান্ডিং অফিসার ভারতমাতার সন্তান (এবাদত সূত্রে মুসলমান) সকল কর্মী অফিসরদের লাইফ বোটের সঙ্গে সেফ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে সাবমেরিনের সঙ্গে সলিল সমাধি নেন। পরে প্রমাণিত হয় ষড়যন্ত্র করেছিল একদল সিভিলিয়ন। এখন চলছে Fourth Generation War Fare, Chief Of Defence Staff (CDS) এর অধীনে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স তিনটে কম্যান্ড একসঙ্গে থাকবে। Strategic move–ment of Force, Space cyber operations এর সিদ্ধান্ত সম্মিলিত ভাবে নেওয়া হবে। এমন কী civil expertise কেও CDSএর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এক কথায় CDS হবেন Principal military advisor.

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বেশ কয়েক দশক ধরে তো CDS এর প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু বিজেপি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেন? এর কারণ নেহেরু পরিবার চিরকালের Dictator, তাদের সংশয় ছিল CDS এর হাতে এতো ক্ষমতা থাকলে কোনও একদিন নেহেরু পরিবারকে উৎখাত করতে পারে। এইজন্যে নেহেরু প্রথম থেকেই মিলিটারিকে দুর্বল করে দেওয়ার ফিকিরে ছিল। ১৯৪৭ সালে ১২৮টা ডিফেন্স ফ্যাক্টরি ছিল। এইসব ফ্যাক্টরিতে মগ বালতি তৈরি হতো। Research and Development সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফল ৬২ সালে চিনের হাতে আমাদের ভয়ংকর হেনস্তা হতে হয়েছিল। ৬৫ সালে পাকিস্তান যে অ্যাডকেঞ্চার করেছিল তার পেছনে এইটাই তারা জানেতো যে হিন্দুস্তান তৈরি নয়। কাজেই হামলা চালিয়ে গোটা জম্মু এবং কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়া যাক। খেমকরণ সেক্টর–এ কিছুটা এগিয়েও এসেছিল। নেহরু ততদিনে ফৌৎ হয়ে গেছে। এসেছেন বারানসীর লালবাহাদুর। এসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন জয় জওয়ান, জয় কিষাণ।

ক্ষেতখামার, কল কারখানা উৎপাদন শীর্ষে পৌঁছালো। ছামব সেক্টর আমেরিক্যান প্যটন ট্যাংক এর কবরখানায় পরিণত হলো। ফ্লাইট লেঃ তপন চৌধুরী (লেক অ্যাভিনিউ রাস্তাটা যাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছে) মেসেজ পাঠিয়েছিলেন ফুলটস বল। পাকিস্তান ভিক্ষে করে অস্ত্র যোগাড় করে ছিল। কিন্তু ট্রেনিং ছিল না। ট্যাংক গুলো স্ট্রেটলাইন ধরে প্রসিড করছিল। ভারতীয় বাহিনীর GNAT বিমান কার্পেট বোম্বিং করছিল। ভুলের মাসুল গুনলো জেহাদি দেশ লাহোরের পতন হলো। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট কেসিগিন মধ্যস্থতা করলেন। সাড়ে ছয় ফুটের পাঠান আয়ুব খান মাননীয় শাস্ত্রীজিকে সর্নিবন্ধ অনুরোধ জানালো– অব কুছ রহম তো করো। সেই সময় রাশিয়া বিপুল পরিমান এক্সপোর্ট ভারতে করতো। কোসিগিন প্রমাদ গুনলো। মাননীয় শাস্ত্রীজি ভারতের অর্থনীতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি দৃঢ় করছেন, রাশিয়ার এক্সপোর্ট ধাক্কা খাবে। তারপরের ইতিহাস সকলের জানা। শ্যামাপ্রসাদ, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো শাস্ত্রীজীরও ফরেনসিক টেস্ট হয়নি।

২০০৪ সালে অটলজি যখন পদত্যাগ করেন দেশের জিডিপি বলেছিলেন ৮%; ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা যে পাস করেনি সোনিয়া টিপ্পনী করেছিল, মুঙ্গেরি লাল কা সুনহেরি সপনে। ইউপিএ এর অর্থমন্ত্রী জানালো ফাইন্যাল জিডিপি ৮.১১% মাননীয় অটলজী অর্থনীতি যেভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছিলেন তার বিনিময়ে ইউপিএ–1 সময় কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। তার পেছনেই চলছিল ঋণখেলাপি আর দুর্নীতিবাজদের লীলাখেলা, যার নিট ফল কোটি টাকা এনপিএ, ইউপিএ–২ এর প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে এন্টনি সৎ ও এতটাই শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন যে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ কিনতেন না। তৎকালীন সেনাপ্রধান এও আশংকা প্ররকাশ করেছিলেন যুদ্ধ লাগলে মাত্র সাত দিনের রসদ আছে। এবম্বিধ সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মিলিটারি অ্যাডভাইজার চাই– সিডিএস হচ্ছেন সেই পদমর্যাদার সেনা প্রধান।

সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অহিংসা প্রচারের কাজে সকল রাজকর্মীকে লাগিয়েছিলেন। শৌর্য বীর্য ধ্বস্ত করা হয়েছিল। অবশ্যই সত্য অহিংসা পরমো ধর্মঃ। মনে রাখতে হবে ধর্ম হিংসা তথৈবচ। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে হিংসা সেটাও অহিংসারই নামান্তর মাত্র।

মহাবীর কর্ণ সূর্যাস্তের পর ভীষ্মের শিবিরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন– পিতামহ রাজা দুর্যোধনের কাছে আপনি এমন প্রতিশ্রুতি কেন আদায় করে নিলেন যে যত দিন আপনি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে থাকবেন, কর্ণ ততদিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে পারবেনা। পিতামহ ভীষ্ম উত্তর দিলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই মহাভারতের রণে অসংখ্য শূরবীরের পতন হবে। আমি চাই এমন এক পুরুষ সিংহ জীবিত থাক যে শৌর্য বীর্য মহানতা মানবতার আধার হয়ে থাকবে। তুমিই সেই পুরুষ সিংহ। ভবিষ্যত ভারত তোমা থেকে শৌর্য বীর্যের আদর্শ শিখবে।

Chief of Defence Staff হচ্ছেন সেই মহাভারত আদিষ্ট পূরুষার্ণব।

স্বাধীনতা দিবসে মোদীর ঘোষণা নতুন ভারত

বাদশা আলম : ভারতের ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে দ্বিতীয় বার দায়িত্ব নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। দেশের ১৭তম লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বার বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ার পর লালকেল্লার এই সভায় তিনি বলেন, ৭৩ বছর ধরে দেশের ঘাড়ে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। দেশের স্বার্থহানিকর এই অনুচ্ছেদগুলি বাতিল করা একান্ত ভাবে প্রয়োজন থাকলেও কোনও সরকার এই কাজ করেনি। বিজেপি (এনডিএ) সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার আড়াই মাস সময়কালের মধ্যে এই কাজ করেছে। এই সাথে জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে রাজ্যসভা ও লোকসভায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুমোদন করিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে কাশ্মীর কি পেয়েছে– কেবল আলগাওয়াবাদ, আতঙ্কবাদ, পরিবারবাদ, বে–রোজগারী আর ভ্রষ্টাচার। দেশের এখন একটিই প্রধান স্রোতের অংশ জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখ। ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদের অবলুপ্তির ফলে এতদিন পর দেশের সমস্ত অংশের সাথে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের বরাদ্দের ন্যায়সঙ্গত ভাগিদারের অধিকার ভোগ করবে এই অঞ্চল। কোনও পারিবারিক শক্তি আগে দুর্নীতির সাথে জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখকে ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্তির থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। এই অনুচ্ছেদের বলে দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের জম্মু–কাশ্মীরের মাটিতে ঘাটি বানাতো। ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা সহজে হবে। প্রসঙ্গত সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রথম ১০ বছরের অন্য মেয়াদে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী শক্তি কংগ্রেসের চাপে ৭৩ বছর দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছিল। এই অন্যায় অনুচ্ছেদ এতদিন বাদে মোদী সরকার বাতিল করে প্রথম ১০ বছরের সর্বাধিক মেয়াদকালের কাজের প্রতিও দায়িত্ব পালন করল প্রথমবার। দেশের ও জম্মু–কাশ্মীর ও লাদাখবাসীকে আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসাধনের শিকার হতে বাধ্য করেছে দশকের পর দশক ধরে এই অনুচ্ছেদ। কাশ্মীরি পণ্ডিত সমাজ তাদের নিজস্ব বাসভূমিতে বসবাসের নিরাপদ অধিকার ফিরে পাবে এই সিদ্ধান্তে।

প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লায় ঘোষণা করেন আজ জম্মু–কাশ্মীর লাদাখকে দেশের প্রকৃত ভূস্বর্গের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত এই পদক্ষেপ। সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্র হিসাবে অতীতের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে ও শিল্প গড়তে দক্ষিণ ভারত ও মুম্বইয়ের শিল্পমহলকে অংশ নিতে আবেদন করেন। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে বাড়তি স্টাইপেন্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এই অঞ্চলে দেশের সমস্ত শিল্পপতিদের পুঁজি লগ্নি করার ডাকও দেন নরেন্দ্র মোদী। শিল্পোন্নত–শান্তির–কর্মসংস্থানের দেশের বৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে এই অঞ্চলকে গড়ে তোলার কাজে প্রধানমন্ত্রী সকলের সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান।

লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে দেশকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থনীতির দেশ হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারের ঘোষণাও করেন। তিনি বলেন, এবছর দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে আরও উন্নত অবস্থায় তুলে ধরতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এনডিএ সরকার। দেশের সংখ্যালঘু সমাজের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তিনি জানান– 'সবকা সাথ– সবকা বিকাশ– সবকা বিশওয়াস' নীতিতে সরকার কাজ করবে। এই স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে মুসলিম মহিলাদের শরিয়ত নির্দেশিত অসত্য বিধানের বলে মুসলিম নারী সমাজের লজ্জা–অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাঁর সরকার। এক লপ্তে তিন তালাককে বেআইনি করেছে এবং জেল সহ কঠোর শাস্তি দেওয়ার আইনের ব্যবস্থা করেছে। আজ মুসলিম নারীগণ আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার অর্জন করেছেন। এই সঙ্গে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম সাফল্যের পথে দ্রুত এগোবে। দেশের ৫ কোটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড দেবে মোদী সরকার। আজকের নতুন ভারতের সারা দেশে এক আইন– সারা দেশে এক নিশান ও সারা দেশে এক প্রধানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ভারত কেশরী বীর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্বপ্ন পূরণের কাশ্মীরে আত্ম বলিদানের সংগ্রাম সফল করতে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলার কথা ঘোষণা করে শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে বনগাঁয় সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ ধূলনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৯ আগস্ট (সোমবার) আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের সম্পাদক বাদল পোদ্দার, সভাপতি অরুণ কান্তি তালুকদার, সমাজসেবী উপদেষ্টা দেবদাস মজুমদার আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষের নানা সমস্যা তুলে ধরেন। এই বাংলাদেশ সীমান্তে বাগদা অঞ্চলের অসংখ্য আদিবাসীরা সামান্য সুযোগ–সুবিধার্থে বঞ্চিত রয়েছেন। রাজ্য সরকারের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) ও মহকুমা শাসককে (এসডিও) এ বিষয়ে সবিস্তারে জানানো হয়। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কোনও কর্ণপাত করেননি। উল্লেখ্য আদিবাসী মহিলাদের সবচেয়ে অনন্য জনপ্রিয় ধামসা–মাদলে নৃত্য শিল্পীর এখনও রাজ্য সরকারি কার্ড পায়নি। এইসব সাধারণ মাপের সুযোগ–সুবিধার্থে তাঁরা বঞ্চিত ও জর্জরিত হয়ে চলেছেন। এই বনগাঁয় ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের ঠাকুরবাড়ির প্রয়াত মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরের ছেলে শান্তনু ঠাকুর বিজেপি থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন। ওনার আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। তিনি আসেন নি। এদিন সংগঠনের কর্তৃপক্ষ বাদল কর উল্লেখ করেন, আগামী নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাকে বনগাঁয় আসবার ব্যবস্থা করা হবে সমাজসেবী বাদল কর তাঁর বক্তৃতায় আদিবাসীদের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হয়। অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী তাঁর কথায় সমাজের বঞ্চিত আদিবাসীদের নিয়ে আমরা জোরদার লড়াই করার প্রয়াস সৃষ্টি করছি। এরা নূন্যতম সুযোগ সুবিধা বহুদিন ধরে বঞ্চিত আছেন। আমরা এই আদিবাসীদের নিয়ে সরকারি দফতরে শীঘ্রই আন্দোলন করবো। এই সৎ আদিবাসী জাতিরা দেশের ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। সংস্থার সভাপতি অরূপ কান্তি তালুকদার কয়েক হাজার আদিবাসীদের নিয়ে সুচারুভাবে সম্মেলন সম্পন্ন করলেন।

দফায়–দফায় কলেজের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

অরূপ ঘোষ , পশ্চিম মেদিনীপুর : দফায় দফায় কলেজের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার কলেজের মধ্যেই বিক্ষোভ ছাত্রীদের। বুধবার রাজা নরেন্দ্রলাল ওমেন্স কলেজের ছাত্রীরা প্রথমে কলেজের গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে প্রিন্সিপালের রুমের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কথা না ভেবে বার্ষিক ভর্তি ফি ছাড়াও প্রতি সেমিষ্টার ভিত্তিক আলাদা করে টাকা নিচ্ছে আর এতেই বিপাকে পড়ছে তারা। মঙ্গলবার তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে প্রিন্সিপালের দ্বারস্থ হলে কলেজেরই কিছু ছাত্রী তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে বলেও অভিযোগ। কলেজের ভিতরেই তারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায়। অভিযোগ, মারধরের ঘটনা প্রিন্সিপ্যালকে জানালেও তিনি ব্যবস্থা নেননি। পাশাপাশি তাদের বাসের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যার কথা বারবার কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। যদিও কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দাবি, এটা সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। কলেজ নোটিশ দিয়ে সমস্ত তথ্য জানালেও ছাত্রীরা বিষয়টি বুঝতে ভুল করেছে বলে দাবি তার। পুরো বিষয়টি নিয়ে তিনি ছাত্রীদের সাথে কথা বলবেন বলেও জানান।

সচেতনতা মূলক পদযাত্রা ছাত্র–ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য সরকারের নির্দেশে প্রত্যেক বছর যে নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন হয় সম্প্রতি তার শুভ সূচনা হল। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ও সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে বিশেষ এক সপ্তাহ পালন হবে প্রতিটি প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাইস্কুলেও। তাই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলায় পালিত হচ্ছে এই বিশেষ সপ্তাহ। চলবে ৩১ শে আগস্ট পর্যন্ত। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার বৈতাল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র_ছাত্রীরা সুস্বাস্থ্যের বার্তা নিয়ে সারা বৈতাল পাড়া গ্রামে পদযাত্রা করে স্কুলে ফিরে আসে। এদিন মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহণ করার পরে গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক হাসপাতালে ডাক্তার বাবু ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা ছাত্র–ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে নানা সচেতন মূলক বার্তা দেওয়া হয় স্কুলের পক্ষ থেকে। এ নিয়ে বৈতাল পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুখময় পান্ডা জানান, স্কুলে প্রথমে প্রার্থনার সময় স্বাস্থ্য বিধান গানের মাধ্যমে নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ অনুষ্ঠানের সূচনা করি। এবং তিনি স্কুলের প্রতিটি ছাত্র–ছাত্রীকে নানান সচেতনতামূলক বার্তা দেন। যেমন খাবার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়ার যাতে আমাদের হাতে যে সব জীবাণুগুলো থাকে তা আমাদের শরীরের না যেতে পারে, যেখানে সেখানে নোংরা ফেলা চলবে না সঠিক জায়গায় নোংরা ফেলতে হবে না হলে রোগ জীবাণু বিস্তার করবে, এছাড়াও নানান বার্তা দেন ছাত্র–ছাত্রীদের। যা দেখে সাধারণ মানুষ ছাত্র–ছাত্রী ও স্কুল পক্ষের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

বাগগুইয়াটি ব্যবসায়ী ভক্তবৃন্দরা তারাপীঠ থেকে যজ্ঞ সেরে দেহঘরের পথে

পূর্ব রেলওয়ের বজবজ শাখার রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন টালিগঞ্জ রেল স্টেশনে জীবনকে বাঁজি রেখে এভাবেই রেল লাইন পারাপার চলছে। ছবি – অরুণ লোধ

দুই পণ্ডিতের সমাজ সংস্কারক স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পরাধীন ভারতের ইতিহাস স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ সংস্কার সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বাংলা। আর বাংলা বললেই সবার আগে উচ্চারিত হয় বাংলা ও মেদিনীপুরের নাম। বাংলার সমাজ সংস্কারক বলতে খানাকুলের রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সম্মোচ্চারিত হয় উত্তরপাড়ার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম। ১৮০৮ সালে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন জগমোহন মুখোপাধ্যায়। শৈশবে জয়কৃষ্ণ তাঁর পিতার সঙ্গে মীরাট চলে যান। পরবর্তীকালে উত্তরপাড়াতে ফিরে এলে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু হয়। তবে একে কর্মজীবন না বলে বলা ভালো সমাজ সংস্কারের পথে এগিয়ে চলা। তৎকালীন রক্ষণশীল, গোঁড়া, সনাতন হিন্দু সমাজে যেখানে ব্রাহ্মণদের তৈরি করা শাস্ত্রীয় বিধানের জন্য মেয়েদের পদে পদে সহ্য করতে হতো লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও অপমান। সতীদাহ প্রথা, পর্দা প্রথা, বাল্য বিবাহের মতো কুসংস্কারের কারণে মেয়েদের জীবন ছিল অন্ধকারময়। এমতাবস্থায় ভারতীয় সমাজের মহিলাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন রামমোহন, বিদ্যাসাগর। তাঁদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ডে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বাবু জয়কৃষ্ণ। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে বাবু জয়কৃষ্ণ এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ বেথুন কলেজ স্থাপনে ডিঙ্ক ওয়াটার বেথুনকে প্রায় ১০,০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য দেন। পরবর্তীকালে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়া পাঠাগার। এশিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম পাঠাগার হিসাবে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পরেই এই পাঠাগারের নাম উচ্চারিত হয়। তৎকালীন সময়ে প্রায় ১ একর জমির ওপর প্রায় ৮৫,০০০ টাকা ব্যয়ে এই পাঠাগার গড়ে ওঠে। ১৮৬৫ খ্রীঃ পাঠাগারে ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,০০০ এবং বাংলা ও সংস্কৃত বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০। পাঠাগারের বইয়ের মধ্যে ছিল রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যকরণ', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', মধুসূদন দত্তের 'হেক্টর বধ কাব্য' প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের রচিত দুষ্প্রাপ্য বই। পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দিগদর্শন, সোমপ্রকাশ, বেঙ্গল ক্রনিকল কালজয়ী পত্রিকা। এই পাঠাগার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেন্ড জেমস লং, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, স্বামী বিবেকানন্দ, 'প্রার্থনা সমাজ'–এর প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। ২০০৯ সালে এই পাঠাগারের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তৎকালীন ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল এই পাঠাগারকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা বরেণ্য সমাজ সংস্কারক বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ২১২ তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে উক্ত পাঠাগারে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের মন্ত্রী সিদিকুল্লা চৌধুরী, গ্রন্থাগার দফতরের ডিরেক্টর স্বরূপ কুমার পাল (আই সি এস), উত্তরপাড়ার পুর প্রধান দিলীপ যাদব, হুগলি জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পাল, উক্ত গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগারিক অনুপ রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বর্তমান প্রজন্মকে পাঠাগারে এসে বই পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ভূ–পর্যটক রামচন্দ্র ঘোষ ও পাঠাগারের সেরা খুদে পাঠক সত্যম ঘোষকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

কচিকাঁচাদের স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা অভিযানের জন্য সরকারি নির্দেশিকা জারি হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ২৬ আগষ্ট থেকে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ উদযাপন করার কথা। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকার শ্রীকৃষ্ণপুর মনসাপুকুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষরা মঙ্গলবার থেকে শুরু করলেন নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ উদযাপন।

এদিন দুপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ঝাড়ু হাতে নেমে পড়ে বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়া স্বপ্না পাল, সাহানুর আলম,মায়া মিস্ত্রী, তিথী দাস, তামান্না পারভীন, সোহিনী প্রামাণিক, আলিফা সরদাররা। বিদ্যালয়ের চারপাশে ঝাড়ু দিয়ে প্লাসটিক, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেয় কচিকাঁচারা।

উল্লেখ্য, নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধান গান, শিশু সংসদ সভা, হাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপ শেখানো, জল সংরক্ষণ এবং উপকারিতা, নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, প্লাসটিক বর্জন সহ একাধিক বিষয়ে ছোট খুদেদের সচেতনতা করে শিক্ষা দেন ওই বিদালয়ের শিক্ষক গোপাল সা সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ে শিশুদের এই সচেতনতা দেখে খুশি অভিভাবকরাও।তাঁরা জানান বিদ্যালয় হচ্ছে প্রকৃত মানুষ গঠন অশিক্ষার আঁধার মুক্তির পীঠস্থান। সেখানে শিশুরা এখন থেকে এমন সচেতনতা লাভ করলে আগামী দিনে সুন্দর স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

হোটেলের ঘর ও জিনিস পত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া

প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সকালেও মানুষের ভিড় চোখের পড়ার মতো। অমাবস্যা থাকবে শুক্রবার বিকাল ৪টে ২৮ মিনিট পর্যন্ত। তাই মানুষরা এই মাহেন্দ্রক্ষণেই পূজা দিতে চান। মন্দির ও শ্মশানের লম্বা লাইনকে ফাঁকি দিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে অনেকে ভি আই পি তকমা নিয়ে পূজা দিচ্ছেন। প্রশাসন পুলিশ এক্ষেত্রেও নির্বিকার। ২৪ ঘন্টা খোলা বিলিতি মদের দোকানে মানুষের লম্বা লাইনও ভোটের লাইনকে হার মানাবে। অনেক নামি দামি হোটেলে দেখা গেল সুইমিং পুলে 'মদ্যপ' তারাভক্তদের। জয় তারা ধ্বনি দিয়ে পুণ্য ভূমিকে তারা যেন মেরিন বিচ বানিয়ে তুলেছিল। অনেক শান্তি প্রিয় মানুষ প্রতিবাদ করলে হোটেলের ম্যানেজারের কঠিন হস্তক্ষেপে উচ্ছৃঙ্খল ভক্তরা শান্ত হন।

আটলা মোড়ে দেখা হয়ে গেল বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, আনেকবার তারাপীঠে এসেছি কিন্তু এত মানুষের ভিড় দেখিনি। রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা এবং বীরভূম জেলা পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা চোখে পড়ার মতো। কৌশিকী অমাবস্যার মাহাত্ম্য যে এত মানুষকে আকর্ষণ করে, না এলে বুঝতে পারতাম না।

কৌশিকী অমাবস্যা আসলে কী? এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষী তপন শাস্ত্রী জানালেন, দুই অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করলে, চতুরানন তাদের বর দেন, কোনও পুরুষ তাদের হত্যা করতে পারবে না। অ–যোনি সম্ভুত কোনও মহিলা তাদের হত্যা করতে পারবে। আদ্যাশক্তি মহামায়ারও মানেকার গর্ভে জন্ম। তাহলে দুই অসুরকে কে বধ করবে?

পূর্বজন্মে সতী দক্ষ–যজ্ঞের আসরে আত্মাহুতি দিলে দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। ভোলানাথ তাকে আদর করে কালিকা বলে ডাকতেন। দেবতাদের সামনে তাঁকে কালিকা বলায় সতী মানস সরোবরে কঠিন সাধনা করে স্নান করলে, সতীর দেহের সব কালো কোষিকা গুলো অপূর্ব কৃষ্ণবর্ণ হয়ে এক অপরূপ দেবীর উৎপন্ন হয়।

ইনি দেবী কৌশিকী। ইনিই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন। দশম মহাবিদ্যার অন্যতম দেবী তারার আবির্ভাব তিথি এই কৌশিকী অমাবস্যা। আবার এই দিনেই তারা শ্বেত শিমূল তলায় সাধক বামা ক্ষ্যাপা তারা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। এবং সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই তো বহু ও বিচিত্র সব অবাবস্যা থাকলেও, তারাপীঠের কৌশিকী অমাবস্যার মাহাত্ম্য আজও সমান আকর্ষক।

পরিবেশ বান্ধব ইঁট তৈরির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

সংগঠনটির পক্ষে থেকে দাবি করা হয়েছে ভাগীরথী নদীর বুকে জেগে ওঠা একাধিক চড়া থেকে যদি পলিমাটি কেটে নেওয়া যায় তাহলে নদীর জলধারণ বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার আশংকাও কমবে। একইসঙ্গে এভাবে কেটে নেওয়া বিপুল পরিমাণ এই পলি ইঁটভাঁটাগুলিতে মাটির অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। সংগঠনটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নদীগর্ভে চড়ার পলিমাটি কাটার অনুমতি চাইতেই তড়িঘড়ি তিনি নাকচ করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী ইঁটভাঁটা মালিকদের উদ্দেশে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ইঁট তৈরির জন্য এভাবে মাটি তোলায় তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। প্রয়োজনে মাটির পরিবর্তে ফ্লাই–অ্যাশ(কয়লা পোড়ানো ছাই) ব্যবহার করতে হবে। কাছেই ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুত কেন্দ্র রয়েছে। সেখানকার ফ্লাই–অ্যাশ ইঁটভাঁটাগুলিতে ব্যবহার করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে ভাঁটামালিকদের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে শামিল হওয়ার আবেদন জানান। একইসঙ্গে রাজ্যের শিল্প ও পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ফ্লাই–অ্যাশের ইঁট তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি সহায়তারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ফ্লাই–অ্যাশের ইঁট শক্তপোক্ত এবং নানাপ্রকার নির্মাণে সহায়ক। পাশাপাশি এ ধরনের ইঁটের দেওয়াল তৈরিতে তুলনামূলকভাবে খরচ কম হয়। একইসঙ্গে মাটির ব্যবহার কম হওয়ায় ও জ্বালানি কয়লা না লাগায় সামগ্রিকভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি এককথায় পরিবেশ বান্ধব। এমনকি, এধরনের শিল্পস্থাপনে তুলনামূলকভাবে জায়গা ও মূলধন কম লাগে। রাজ্যজুড়ে অসংখ্য তাপবিদ্যুত কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলিতে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করা হয়। এই কয়লা পোড়ানোর পর বিপুল পরিমাণ ছাই জমে যায়। যা তাপবিদ্যু কেন্দ্রগুলির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ছাই অর্থাৎ ফ্লাই–অ্যাশকে ইঁট তৈরির পাশাপাশি আরও নানাবিধ কাজে ব্যবহারের জন্য গবেষণা চলছে বলে জানা গেছে। বিভিন্ন মহলের অভিমত, রাজ্য সরকার যদি ফ্লাই–অ্যাশের ইঁট শিল্পে প্রযুক্তি ও বিপণন সহ নানাবিধ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে রাজ্যের বেকার সমস্যার খানিকটা সমাধানও হবে।

গোবরডাঙায় ডেঙ্গু সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ আগস্ট শনিবার মছলন্দপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সভাগৃহে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতি একটি ডেঙ্গু সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। হাবড়া–১ ব্লক ও সংলগ্ন এলাকায় ডেঙ্গু মহামারীর আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন

বহু মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। কিন্তু ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে। এই সময় এই শিবিরের আয়োজন করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাধ্যবাদ যোগ্য।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ। অধিকাংশ মানুষই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা এবং সেবা ফার্মার্স সমিতির গোষ্ঠীভুক্ত। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ, উপপ্রধান রীনা দত্ত বিশ্বাস, নীলিমা মল্লিক, কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য, হাবড়া–১ পঞ্চায়েত সমিতি, পঞ্চায়েত সদস্য খোকন পান্ডে, শ্যামলী নন্দী, শঙ্কর রায় ও হিমাদ্রী বিশ্বাস সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, শ্যামলী নন্দী, শঙ্কর রায় ও হিমাদ্রি বিশ্বাস সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার, উপদেষ্টা আশিস লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, রামমোহন দত্ত প্রমুখ।

অভ্যাগতদের ফুল দিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়। সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সেবিকারা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১০ জন অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

সমিতির সম্পাদক জনকল্যাণে গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির ক্রিয়াকান্ডের কথা উল্লেখ করেন। মূল্যবান বক্তব্য রাখেন প্রধান তাপস ঘোষ, কর্মাধ্যক্ষ নীলিমা মল্লিক, উপপ্রধান রীনা দত্ত বিশ্বাস। তাঁরা প্রত্যেকেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দেন। ডেঙ্গু সচেতনাতারে আরও প্রসারিত করার প্রয়োজনে তাঁরা উল্লেখ করেন।

অত্যন্ত ফলপ্রসু এই শিবিরটি দীর্ঘ আলোচনা শেষ হয়।

চেনা মাটির অভাবে চরম সঙ্কটে ইঁট শিল্প

প্রথম পাতার পর

এর সঙ্গে জিক জ্যাক পদ্ধতি হাইড্রাফট উইথ ইন ডিউস ফ্যান ব্যবহার করে ভাটা পরিচালনা চলছে। জেলার অধিকাংশ ভাটা এই পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু ইউনিট এখনও পুরাতন পদ্ধতিতে রয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ইঁটভাটা নতুন আধুনিকতার সঙ্গে করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চিরাচরিত মাটির পরিবর্তে বিকল্প সিমেন্ট ব্লক তথা ছাইয়ের ইঁট তৈরির সোপান শুরু হয়েছে। জেলার ত্রিবেণী বিটিপিএস বিশেষ করে হুগলিতে কোনও কোনও নদীতে পলিমাটি পাওয়া যাবে সেটা অনুসন্ধান করে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর চেষ্টা করা হবে। কারণ সকল ইঁট ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে। তাঁরা প্রবল চিন্তায়, বেশ ক্ষুব্ধ নিয়ম নীতি নিয়ে। এজন্য তাঁরা সরাসরি আঙুল তুলেছেন রাজ্য সরকারের দিকে। প্রায় ২৫৫টি ইঁটভাটা রয়েছে। বর্তমানে অসংগঠিত ইঁট শিল্পে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেরা অনেকেই উদাসীন। এদিন সংগঠনের তরফে পাঁচজন সদস্যকে সংবর্ধিত করা হয়। এর মধ্যে বর্ষীয়ান চিফ পেট্রন অজিত গাঙ্গুলি, ননী গোপাল দত্ত ও অন্যান্যদের। এদিকে এই ইট শিল্পের সমস্যা মেটানোর জন্য কোনও আশার আলো দেখছেন না। এ বিষয়ে সকলেই একই বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শৈবাল মিত্র। সহ সভাপতি উৎপল কুমার, কোষাধ্যক্ষ গোপাল শেঠ, পান্নালাল পাল, অমল হাওলাদার, কাশীনাথ আগরওয়ালা। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন তাপস দাশগুপ্ত।

'কর্মতীর্থ' এখনও চালু হল না ক্যানিংয়ে

প্রথম পাতার পর

কোনও ত্রুটিই রাখা হয়নি নকশায়। ঠিকাদার সংস্থার মালিক কার্তিক বোস এদিন ক্যানিং–১ ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি শেখর দে'র সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি এদিন বলেছেন, 'কর্মতীর্থ'টি এক বছর আগে করে করে দিয়েছি। গতবছরের জানুয়ারি মাসে থেকে আমি জেলা পরিষদকে হস্তান্তর নেওয়ার জন্য বারবার আবেদন জানিয়ে আসছি। কিন্তু জেলা পরিষদ নিচ্ছে না। পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।'

এদিকে সরকারি ভাবে হস্তান্তর না–নেওয়ায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেখানে নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে বেচাকেনা করতে পারছে না। দাঁড়িয়ে গ্রামের দেবী হালদার বলেন, 'আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মহিলাদের সাজগোজের জিনিস তৈরি করি। এই কাজের গ্রামের ৩০ মহিলাকে যুক্ত করেছি। কিন্তু উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করার জায়গা পাচ্ছি না। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মেলার মরসুমে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। আসা করে ছিলাম ক্যানিংয়ের এই কর্মতীর্থটি তৈরি হতে গেলে ভাল বাজার পাবো। কিন্তু তা আর হল না। মনে হয় ব্যবসা বন্ধ করে দিতেই হবে।'

দুনিয়া কাঁপানো তিন দিন

প্রথম পাতার পর

মনে পড়ে যাচ্ছে সেদিনের কথা যেদিন এই চ্যাম্পিয়নশিপেই ব্রোঞ্জ জয় করে সারা ভারতকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন প্রকাশ পাড়ুকোন। সেই সফরের চূড়ান্ত রূপদান হলো নারী শক্তির ক্যারিশমায়। ফের মনে বেজে উঠলো অতুলপ্রসাদের সেই সুর– ভারত আবার.....।

ভারতের তরফে দুনিয়া কাঁপানো তৃতীয় দিনে শেষ বাজিটা মাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৬ আগস্ট সারা দুনিয়ার কৌতুহল ছিল 'জি৭' সম্মেলন নিয়ে। বিশ্বের উন্নত প্রথম সাতটি দেশের কর্ণধাররা বসলেন নিজেদের আলোচনায়। ভারত সেখানে আমন্ত্রিত। উদ্দেশ্য কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা। ক্রমাগত তোপ দাগছে পাকিস্তান। হুমকি দিচ্ছে পরমাণু যুদ্ধের। এমন এক আবহে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কূটনৈতিক দৌত্যে ভারতের পক্ষে জি৭ এর সমর্থন আদায় করে নিয়ে এলেন তা দেখে বিশ্বে ফের উঁচু হল ভারতের মাথা। বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সখ্যতা ছাপ ফেলেছে বিশ্ব রাজনীতির আঙিনায়।

একজন রাজনীতিবিদ তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ আর একজন ক্রীড়াবিদ শারীরিক কুশলতায় গত তিনদিনে শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতবর্ষকে। ক্রীড়া ও রাজনীতির উঠোনে এর ছায়া দীর্ঘতর হতে বাধ্য।

মহানগরে

হল না অরুণ জেটলির স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ আগস্ট ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার রাসবিহারি মোড়ের কাছে চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট সংলগ্ন যে ফুটপাথটি রয়েছে, সেখানে প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার আগেই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী এসে বাধা দেয়। এবং তার পরেই চলে আসে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ। তারাও বলে, অনুমতি নেই বলে সভা করতে দেওয়া যাবে না। এহেন জানায় যুবমোর্চার সদস্যরা। তবে যুবমোর্চার নেতৃত্বের দাবি তারা টালিগঞ্জ থানায় অনুমতির জন্য চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু থানা থেকে কোনও উত্তরই দেওয়া হয়নি। তারাও এও বলেন, ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি খোকন ঘোষের কাছে সকালে ডিউটি অফিসারের ফোন আসে এবং সভার জন্য জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। তারা সময়, কত লোকজন হতে পারে এবিষয়ে জানেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে ফোন আসে খোকনবাবুর কাছে। সভা আটকে দেওয়ার প্রায় ৫০০ থেকে ৭০০ যুবমোর্চার সদস্যরা টালিগঞ্জ থানার সামনে ধরনায় বসেন। এদের সঙ্গে যোগ দেন রাজ্য সহসভাপতি বাদশা আলমও। এরপর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এসে মিটমাট করার কথা বলেন এবং পুরো ঘটনার ব্যাপারে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। এবং তিনি বলেন, পরবর্তী আর একটি তারিখে সভার আয়োজন করতে এবং তারা পূর্ণ সায়তা করবেন। যুবমোর্চা ঠিক করে আগামী রবিবার এই সভা একই স্থানে হবে এবং ধরনা প্রত্যাহার করে।

এবার কলকাতায় কেব্‌ল ভূগর্ভে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কী কলকাতা মহানগর থেকে কেব্‌ল তারের জঙ্গলের দৃষ্টিদূষণ সাফ হতে চলেছে। মাটির নীচ দিয়ে কেব্‌ল সংযোগের তার নিয়ে যেতে পরীক্ষামূলকভাবে কলকাতায় 'কেব্‌ল ডাক্ট' তৈরি হচ্ছে। এর জন্য দক্ষিণ কলকাতার বরো–৯–এর হরিশ মুখার্জি রোড (হাজরা রোড থেকে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড পর্যন্ত) ও আলিপুর রোডের (দুর্গাপুর ব্রিজ–ডিরোজিও সেতু থেকে জিরাট ব্রিজ পর্যন্ত) উভয় পাশের ফুটপাথে ১৫০ ও ২০০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের দু'টি দু'টি করে মোট চারটি পরীক্ষামূলকভাবে 'কেব্‌ল ডাক্ট' তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পুর অধিবেশনে প্রস্তাব পাশও হয়ে গিয়েছে। এরজন্য মোট সিভিল ওয়ার্ক পড়ছে ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা (সম্ভাব্য) ৯৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা (সম্ভাব্য)। এবং মোট লাইটিং ওয়ার্ক পড়ছে ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা (সম্ভাব্য)। পুরো অর্থটাই ব্যয় করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এবার সরশুনাতেও পরিস্রুত পানীয় জল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে বেহালার ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বত্র পরিস্রুত পানীয় জলের যে বুস্টার পাম্পের লাইন পাতা হচ্ছে তা দেখে সমস্ত এলাকাবাসীর মধ্যে পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা আরও বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি নিহার ভক্তের আবেদন এস এন ব্যানার্জী রোডস্থিত কেন্দ্রীয় পুর ভবন ফান্ড থেকে কিছু পরিমাণ চার ইঞ্চি পাইপ ও তার লাইন পাতার খরচ দেওয়া যাবে কী? এ বিষয়ে পুর জল সরবরাহ দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, শকুন্তলা পার্ক বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের সাহায্যে আমরা ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের পরিশোধিত জল সরবরাহ করবো। এই পাইপ পাতার কাজ অতি দ্রুত গতিতে চলছে। পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের সমস্ত পাইপ লাইন পাতার বিষয়টি দেখে নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী চার ইঞ্চি পাইপ পাতার বিষয়টিও সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন ডায়ামিটারের প্রায় ১৩,৭০৫ মিটার রিজার্ভ পাইপ পাতা হবে। এজন্য ব্যয় হবে আনুমানিক প্রায় সাড়ে ছ'কোটি টাকা। এবং এটার 'প্রজেক্ট কস্ট' যতোটা পড়বে, তার সম্পূর্ণ টাকাটাই রাজ্য সরকার বহন করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ আগস্ট মহাজাতি সদন সংলগ্ন ভবনে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সারা রাজ্যের প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশন অব ওয়েস্ট জোন আরবান কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি সত্যব্রত সামন্ত।

সম্মেলনের শুরুতে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান হয়। তারপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দত্ত প্রতিবেদন পাঠ করেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যে আর্থিক প্রকল্পগুলো কার্যকর করেছে তার সঠিক বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। সমবায় দফতরের সাথে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ সেতু বন্ধন।

সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন, মেডিক্লেম, পেন ও তৎসংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা ও রূপরেখা নির্ধারণ। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাঙ্ক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সারা রাজ্যের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিংকের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আগামী দিনে প্রতিটি জেলায় সরকারি মহিলা সহ ? লোন সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। **ছবি: অরুণ লোধ**

ভারত আধুনিক অস্ত্রে ভরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত চেম্বার অফ কমার্স কলকাতায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ২৭ আগস্ট তাঁদের দফতরে। 'আমাদের সীমান্ত রক্ষা করা' এই শীর্ষক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসিইনসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরভান। স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সকলের স্বাগত জানান বি সি সির সভাপতি সীতারাম শর্মা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সভাপতি এবং এয়ার চিফ মার্শাল অবসরপ্রাপ্ত অরূপ রাহা (চেয়ারম্যান ডিফেন্স সাব কমিটির বিসিসি)।

আলোচনায় উঠে আসে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে। যথারীতি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ নিয়ে প্রশ্ন করায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল বলেন, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। উন্নয়ন থমকে ছিল এখন উন্নয়নে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে। একটু সময় লাগবে তবে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। এছাড়াও তিনি কাশ্মীরের কিছু স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, দিনে ১০০ টাকা করে দেওয়া হত পাথর ছোড়বার জন্য এবং পাথরও কেনা হত। এক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল এই কর্মকাণ্ড। এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যে ভারতকে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পরমাণু যুদ্ধ নিয়ে তাতেও তিনি বলেন, আমরা ভয় পাই না। এবং সকলের কাছে অনুরোধ করেন এ বিষয়ে আলোচনা না করতে এবং একে গুরুত্ব না দিতে। তবে তিনি বলেন, ভারতও প্রস্তুত এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে শত্রু দমন করতে ভারত পিছিয়ে নেই। নতুন নতুন যুদ্ধ সরঞ্জামও আছেও আছে ভারতে।

এই যুদ্ধ সরঞ্জামের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত এখন এই সরঞ্জাম তৈরি করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। এবং এবিষয়ে বাংলার প্রশ্ন উঠতেই খোলসা হয়ে যায় পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই এগিয়ে সরঞ্জাম তৈরিতে। এবং তৈরির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটাই সাহায্য করতে পারে। তাতে করে কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে অনেক কিছুরই উন্নতি হবে। এবিষয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেলকে ভাববার কথা বলা হয় বণিক সভার পক্ষ থেকে। নারভানে এও বলেন এমএসএমই–কে সাহায্য করতে কলকাতায় ইস্টার্ন কমান্ডের পক্ষ থেকে কেনা হয়েছে বায়ু এবং সৌর সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি করার একটি যন্ত্রও।

নেভি থেকে শুরু করে এয়ার ফোর্স এবং সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করে। সবাইকে সবার জন্য প্রয়োজন বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন সরকারের তরফ থেকে যে নতুন একটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সিডিএস, যা হয়ে উঠবে 'গেম চেঞ্জার'।

তাঁদেরকে কুর্নিশ কারণ তাদের জন্যই দেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারভানের শেষ দিন ছিল কলকাতায় ২৭ আগস্ট। কারণ ডিফেন্সে অ্যাডভাইজারি সেক্রেটারি হয়ে পাড়ি দেবেন দিল্লিতে। সবশেষে সহ সভাপতি বিসিসি–র সতীশ কাপুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। **ছবি: বুদ্ধদেব মিশ্র**

বোরো ১০–এ পাঁচশ'র বেশি মিউটেশন বাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোরা ১০–এর অধীনে গড়িয়াহাট পুর অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন দফতরে চলতি অর্থবর্ষের ৩০ জুন পর্যন্ত কতগুলি মিউটেশনের আবেদন অবিবেচিত অবস্থায় রয়েছে? এর মধ্যে দুই বছরের অধিক অবিবেচিত আবেদন কটি? পুর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের মিউটেশনের আবেদন দ্রুত বিবেচনার জন্য কী কী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে? এইসব প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিভিন্ন কারণবশত মোট ৫১১টি মিউটেশনের আবেদন অবিবেচিত রয়েছে। এর মধ্যে দু'বছরের অধিক অবিবেচিত আবেদনের সংখ্যা ৫৯টি। পুর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিকদের মিউটেশনের আবেদন দ্রুত বিবেচনার জন্য পুর অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন অফিসে 'বিশেষ সিম্পল মিউটেশন কাউন্টার' খোলা হয়েছে। যেখানে অতি দ্রুততার সঙ্গে আবেদনগুলি বিবেচিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় 'ক্যাম্প' করে নাগরিরকদের আবেদনগুলি গ্রহণ করে তা নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। কোনও নথিপত্রের প্রয়োজন থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে জানানো হচ্ছে; যাতে দ্রুততার সঙ্গে সেটি জমা দেওয়া সম্ভব হয়।

মহানাগরিক এ বিষয়ে আরও বলেন, আপনারা জানেন যে, আমরা পুর অ্যাসেসমেন্ট কালেকশনটাকে আরও দ্রুত সহজ সরল মিউটেশন করার জন্য ইতিমধ্যেই অ্যাসেসমেন্ট দফতর বিভিন্ন হাউজিং–এ গিয়ে 'ক্যাম্প' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অভিধিতা আবাসনে ইতিমধ্যেই একটি মিউটেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। বহু সংখ্যক মানুষ ওখানে আছেন, যাঁরা মিউটেশনের আবেদনপত্র জমা করেন। তবে এই মুহূর্তে দু'বছরের অধিক যে আবেদনগুলি বাকি আছে সেগুলি মূলত আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় পড়ে আছে। মেয়র জানান, এরপর অন্যান্য আবাসনেও মিউটেশনের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদে ক্যাম্প করা হবে।

সার্ভিস ট্যাক্স মকুব অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতদিন অনলাইনে দু'হাজার টাকার অধিক পরিমাণ পুর সম্পত্তি কর বা কলকাতা পুরসংস্থাকে যে কোনও পেমেন্ট করতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী সার্ভিস চার্জ বা ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে বাড়তি অর্থ করদাতাকেই ব্যয় করতে হতো। স্বাভাবিক নিয়মেই ওই সার্ভিস চার্জ দেওয়ার বিষয়ে অনলাইনে প্রদানকারী করদাতাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দীর্ঘ দিনই ছিল। গত ২১ আগস্ট 'টক টু মেয়র' অত্যাধুনিক অনুষ্ঠানে দক্ষিণ–কলকাতার ১০০ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোডের বাসিন্দা রিয়াজ ঘোষ ফোনে মহানাগরিককে বিষয়টি জানিয়ে বলেন, আমি একজন নিয়মিত অনলাইনে কোনও রকম সার্ভিস চার্জ ছাড়া সম্পত্তিকর প্রদানকারী নাগরিক। কিন্তু চলতি বছর দু'হাজার টাকার অধিক টাকা জমা করতে গেলে অতিরিক্ত পরিমাণ সারচার্জ জমা করতে হচ্ছে, আরবিআই–এর নিয়মানুযায়ী।

মহানাগরিক ওনাকে জানান, বিষয়টি আমার সম্পূর্ণরূপে অজানা ছিল। সত্যিই ট্যাক্স দিতে গিয়ে আমার সারচার্জ দেবেন কেন? আমি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করছি। আরবিআই–এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছি। ডিপার্টমেন্টাল কারেকশন করে দিচ্ছি। গত ২৮ আগস্ট এ বিষয়ে মহানাগরিক সাংবাদিকদের জানান, সম্পত্তি কর দাতাদের সুবিধার্থে অনলাইনে সম্পত্তিকর জমায় যে সার্ভিস চার্জ দিতে হতো তা আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আর দিতে হবে। অর্থাৎ সার্ভিস চার্জ বিনা যে কোনও পরিমাণ টাকা অনলাইনে কলকাতা পুরসংস্থাকে জমা করা যাবে। এজন্য কলকাতা পুরসংস্থাকে মাসে প্রায় সাত থেকে আট লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ পুরসংস্থাই মাসে মাসে ওই সার্ভিস চার্জ জমা করবে। পুরসংস্থাতে যে কোনও পেমেন্ট ই পেমেন্ট করা যাবে অতিরিক্ত চার্জ বিনা। গত ২৮ আগস্ট মেয়র পরিষদের বৈঠকে এই আবেদন গৃহীত হয়। পুরসংস্থাই সার্ভিস চার্জ জমা করবে।

ত্রিধারায় ঐক্যের বাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : নানা মতের, বিভিন্ন রঙের ভারতভূমি সবসময় ঐক্যের ফরমান করে। সেই একতার ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি একাকার হয়ে ওঠে। এই ঐক্যের স্লোগানকে সামনে রেখেই এবার ত্রিধারা সম্মেলনী তাঁদের দুর্গাপুজো সংগঠিত করে। যথারীতি এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না ত্রিধারায়। একইসঙ্গে পুজোর থিম ও শারদ সংখ্যার প্রকাশ ঘটল দক্ষিণ কলকাতায়। এই উপলক্ষ্যে বসেছিল চাঁদের হাট। তাতে হাজির হয়েছিলেন সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, বীথি চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী তথা সাংসদ যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, থিম শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা। পুরো অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ত্রিধারার সর্বেসর্বা মেয়র মারিষদ দেবাশিস কুমারের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

এদিন বহু লেখকের লেখার সমন্বয়ে তৈরি হওয়া ত্রিধারা শারদীয় বই প্রকাশও হয়। তাদের এবছরের থিমের অন্তর্নিহিত অর্থ হল অনেক কিছু দেখতে লাগে একরকম কিন্তু আদতে তা নয়। প্রত্যেকটি জিনিসেরই বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিকোণ রয়েছে। প্রত্যেকটি একে অপরের একেবারে বিপরীত অর্থ। বুঝতে হলে অপেক্ষা করতে হবে পুজো অবধি।

আঞ্চলিক সংগ্রহশালাও ট্যুরিজমের ভিত শক্ত করতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিউরিওসিটির প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্যুরিজম নিয়ে আলোচনা হয় গত ২৩ আগস্ট ইন্টার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্টের গ্লোবাল ক্যাম্পাসে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইন্ডিয়া ট্যুরিজমের প্রাক্তন পূর্বাঞ্চলের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর জে পি সাউ।

ট্যুরিজম গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের মাধ্যমে। বিভিন্ন রাজ্যের বা দেশের কিছু কিছু জায়গা আছে যা মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং সেই সব জায়গাকে এই শিল্পের আওতায় রূপদান করতে সাহায্য করে প্রশাসন সহ সেই জায়গার স্থানীয় মানুষদের সাহায্যে। কর্মসংস্থান, ব্যবসা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে তুলে ধরা যায় বিশ্বব্যাপী। সেক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় ইকো ট্যুরিজম নিয়ে। প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী সমুদ্র, বনাঞ্চল, চা বাগান, জলাশয়, নদী ইত্যাদিতে বিভক্ত এই ইকো ট্যুরিজম। এইসব অঞ্চল ঘিরে গড়ে ওঠা ট্যুরিজম শিল্প সব দেশের বা রাজ্যের মেরুদণ্ডের একটি হাড়। পশ্চিমবঙ্গে এই ইকো ট্যুরিজমের সম্ভার রয়েছে অফুরন্ত। কিন্তু তার ব্যবহার করবার জন্য কোনও উদ্যোগী ছিল না। যদিও এখন প্রশাসন কিছুটা এর ওপর দৃষ্টিপাত করেছে তাও খুবই সামান্য। এ কারণে মানুষের মুখে পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে দেখার প্রবণতা ছিল না। শিল্প মার খাচ্ছিল। যদিও এখন আশা যোগাচ্ছে মানুষের একটি উক্তিতে 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া'। আসলে মানুষের ইচ্ছা সামর্থ সবই ছিল কিন্তু প্রশাসনের উদ্যোগ ছিল খুবই কম। পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পে এগিয়ে যাওয়াটাই লক্ষ্য। সুন্দরবনকে এখনও পঞ্চাশ শতাংশ কাজে লাগানো যায়নি এই শিল্পে। যদিও তার কারণ আছে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়নের জন্য এগোতে হবে। কিন্তু সেটাও অসম্ভব নয়, সেটাও সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গড় পঞ্চাকোট পশ্চিমবঙ্গের ঔষধি বন কিন্তু এই তথ্য ৯০ শতাংশ মানুষেরই অজানা। গড় পঞ্চকোটকে ঘিরে এবং আমাদের বা আশেপাশের জায়গায় কোনও নতুন কিছু তৈরি করা যায় না। যা কিছুটা হলেও ভাবায়। তবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেই এগোতে হবে শিল্পের উন্নতির জন্য।

সুন্দরবনের বিভিন্ন পুঁথি, ফসিলস, ঐতিহাসিক জিনিসপত্রর সম্ভারের উজ্জ্বল সরদারের বাড়ি গড়ে উঠেছে একটি সংগ্রহশালা। আঞ্চলিক ইতিহাস উঁকি দিয়ে জানান দেয় তারা এখনও আছে।

কৃষ্টি বুঝতে ট্যুরিজম এখনও তৈরি হয়নি সেখানে। শুধু তাই নয়, কিছু ঐতিহ্যশালী জায়গা রয়েছে, যা উন্নত করবার জন্য বেগ পেতে হয়। কারণ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সেই জায়গার চৌহদ্দি এছাড়াও আরও এক আশংকা রয়েছে যে, মানুষের অজ্ঞতা। কারণ মানুষ ঘুরতে গিয়ে তাদের নিজেদের সুখের জন্য নেশাভান শুরু করে এবং বহু অংশেই কলুষিত করে প্রকৃতিকে। মানুষকেও বুঝতে হবে ট্যুরিজমের সাথে প্রকৃতিও আমাদের সম্পদ।

এই ইকো ট্যুরিজম নিয়ে আলোকপাত করেন পশ্চিমবঙ্গ বনাঞ্চল উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের উত্তর ২৪ পরগনার ডিএফও অংশুমান মুখোপাধ্যায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা। ট্যুরিজম নিয়ে বক্তব্য রাখেন আইআইএইচএম–এর প্রধান ডঃ সুবর্ণ বোস। মেডিক্যাল ট্যুরিজম নিয়ে বক্তব্য রাখেন পেডিয়াট্রিক ডাক্তার অরুণালোক ভট্টাচার্য। ট্যুরিজমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ এবং ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন এই বিষয়ে আলোকপাত করেন ভারত সরকারের ট্যুরিজম মন্ত্রকের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল আর কে সুমন।

এক অভিনব ট্যুরিজমের ওপর বক্তব্য রাখেন সেটি হল সংগ্রহ শালা ভিত্তিক ট্যুরিজম নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউওলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডঃ পিয়সি ভরসা। তিনি বলেন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা গুলি যেখানে আছে বা নেই সেখানেও যদি আঞ্চলিক ইতিহাসের ওপর কিছু সংগ্রহ করে এক পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ শালার রূপদান দেওয়া যায় তাহলে শুধু ট্যুরিজম শিল্পই নয় আঞ্চলিক লোকজনেরাও তাতে অংশগ্রহণ করবে এবং বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পাবে তারা। দেশের সংস্কৃতিক ইতিহাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এই সংগ্রহ শালার মাধ্যমে। সুন্দরবনকে মাস্টার প্রজেক্ট হিসাবে নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানান। বহু সংগ্রহশালাই রয়েছে যা অবহেলিত অথচ এগুলির ওপর যদি প্রশাসন কিছুটা হলেও নজর দেয় তাহলে ভালো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আসানসোলে নজরুলের জন্মস্থানের মতো এক ঐতিহাসিক জায়গা যেখানে গড়ে উঠেছে নজরুল মিউজিয়াম তাও দুঃখের বিষয় অবহেলিত। ধুলোয় পরিপূর্ণ। কবি নজরুলের জামাকাপড় আসবাবপত্র শুধু তাকিয়ে আছে প্রশাসনের দিকে।

সীমান্ত বার্তা

অনুপ্রবেশের সাথে সাথে চলছে পাচারও

নিজস্ব প্রতিনিধি : সীমান্তবর্তী এলাকায় ধরপাকড়ের জন্য সীমান্ত রক্ষীদের ওপর হামলার ছক কষা সহ বিভিন্নভাবে হামলা হচ্ছে তাদের ওপর। ২৩ আগস্ট এমনই ছক কষেছিল পাচারকারীরা। কিন্তু ছক বানচাল করে দেয় সীমা সুরক্ষাবল। ওই দিন বিকেলে ১০ জন বাংলাদেশির বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখে দেয় হাকিম পুরের রক্ষীরা এবং ডোবিলা আর গেদে থেকে ৩ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করে সকলকে এলাকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং ৮৬টি গরু যার দাম ৫,০২,৮২৫ টাকা। পাচার হওয়া থেকে আটকানো হয় মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়াতে। এছাড়াও মালদায় গঙ্গা কিছু গরু গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার সময় ৬৭টি গরুকে উদ্ধার করা হয়।

২৪ তারিখ রাতে ২০১টি গরু যার দাম ১৫,৭৯,৯২৬ টাকা ওই চার জেলা থেকে উদ্ধার করে রক্ষীরা। প্রত্যেক দিনের ধরপাকড় সত্ত্বেও পাচারকারীদের টনক নড়ে না। ওই দিন সুজাপুর আর অর্জুনপুর, ধুলিয়ান ঘাট এবং পাড়লালপুর ঘাট থেকে ১২৭টি গরু নদীতে ফেলার আগেই উদ্ধার করা হয়। হাসনাবাদ থেকেও হাতেনাতে ধরা হয় দুই পাচারকারীকে। ২৫ তারিখ রাতে ২৫৪টি গরু যার দাম ১২৮৭১০১ টাকা। বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধার হয়। যার মধ্যে ১৮৬টি গরু মালদার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট থেকে ফেলে দেওয়ার আগেই উদ্ধার হয়েছে এবং ৯ জন বাংলাদেশী ও ৮ জন ভারতীয় পাচারকারীকে নিমতিতা, শোভাপুর এবং ডোবিলা এলাকা থেকে পাকড়াও করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। এছাড়াও গাইঘাটা থেকেও কয়েকজনকে ধরা হয়।

প্রায় প্রত্যেক দিনই সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনি কাজের জন্য ধরপাকড় চালাচ্ছে রক্ষীরা।

মাঙ্গলিকী

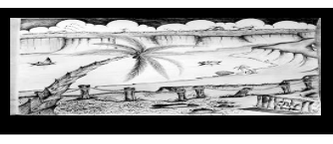

মাদকাসক্তদের নিয়ে নাইজেল আকারার এক অভিনব প্রয়াস নাটক 'বেওয়ারিশ'

সাথী গুহ বিশ্বাস : গত ২আগস্ট বেহালার শরৎসদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কোলাহল নাট্য গোষ্ঠীর তৃতীয় নিবেদন নাটক 'বেওয়ারিশ'। নাটকটি রচনা ও সংলাপ লিখেছেন মলয় ব্যানার্জী এবং পরিচালনা করেছেন অভিজিৎ অনুকামিন। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট নাট্যবিদ শুভাশিস খামারু, জিনিয়া নন্দী, পরিচালক স্বয়ং এবং 'আলিয়ানা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের কিছু ছেলেমেয়েরা।

এবারে আসি 'বেওয়ারিশের কথায়' বেওয়ারিশ একটি Political Satire এবং অত্যন্ত সময়োপযোগী, হাস্যরসের মোড়কে। এই নাটকে সমাজের নানান অমীমাংসিত সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি শুরু হচ্ছে একটি বাস দুর্ঘটনা নিয়ে। যেখানে ২৬জন মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে ২০ জন মানুষকে শনাক্ত করা গেলেও ৬ জন মানুষ শনাক্ত করা যায়নি। এই ৬টি লাশ রাখা আছে মর্গে এবং তারা প্রত্যেকেই চায় যে তাদের সঠিকভাবে সৎকার হোক যাতে তাদের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। সেই কাজটি উদ্ধার করে দেবার জন্য তারা সকলে শরণাপন্ন হয় এক চোরের যে কিনা অজান্তে ঢুকে পড়েছে সেই মর্গে। আর এর পরেই জমে ওঠে আসল নাটক।

কোলাহল গোষ্ঠীর কর্ণধার নাইজেল আকারার মতে এই নাটকটি তার সমাজের প্রতি এক নিশ্চুপ প্রতিবাদের ভাষা। মানুষ তো ভুল করে, যদি সে নিজেকে শুধরে নিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।

নাটকে প্রত্যেকের অভিনয় অসামান্য। অসাধারণ কাহিনী। আলিয়ানা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সদস্যদের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়।

সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র : ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজারের নব যুব সম্মিলনী ক্লাবে 'সঙ্গীত প্রিয় সংসদের' উদ্যোগে সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় মনোরম সঙ্গীতের আসর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি ছিলেন ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও অভিজিৎ বিশ্বাস। সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী সুকণ্ঠী গায়িকা শ্রাবন্তী ব্যানার্জী। সাথে পার্কাসন বাজিয়ে মোহিত করে দেন অরিজিৎ ব্যানার্জী। অরগ্যান ও তবলা বাজান সুবীর দত্ত ও সমীর দাস। ইমন রাগে খেয়াল গেয়ে আপ্লুত করেন যশস্বী শিল্পী বিশ্বনাথ সুর। সঙ্গে হারমোনিয়াম ও তবলা বাজান অভিজিৎ চক্রবর্তী ও নবাগত ভট্টাচার্য্য। এছাড়া গান শোনান অমিত রায়, মধুমিতা ভট্টাচার্য ও দীপান্বিতা মুখার্জী। গীটার বাজান সমর দত্ত। সহযোগিতায় ছিলেন শ্যামল সরকার।

জন্মাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৩ শে আগস্ট সন্ধ্যায় 'প্রয়াসের' উদ্যোগে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনের ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর (প্রতিষ্ঠাতা) পৌরোহিত্যে ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান 'শ্রী শ্রী কৃষ্ণের' জন্মতিথি উপলক্ষ্যে 'জন্মাষ্টমী' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে ঠাকুরের সন্ধ্যারতিরপর প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সরোদ বাদক ও সুবক্তা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীলের প্রয়ানে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বনাথ সুর, অন্নপূর্ণা দে, কল্যাণ ব্যানার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, অমিত দে, সুদীপ দাস, টুবলু দত্ত,জলি মিত্র, শুভব্রত ব্যানার্জী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুমা দাস। শেষে অসংখ্য ভক্তদের বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ শরৎচন্দ্রের বাসভবনে

শ্রেয়সী ঘোষ : 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'এর দক্ষিণ কলকাতা শাখার উদ্যোগে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলি– ২৯) গত ২২ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক অধিবেশনে গানে ও কথায় স্মরণ করা হল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। বিষয় : 'শতবর্ষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়'। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা,অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরলেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নানান দিক। প্রসঙ্গ ক্রমে এলো গায়ক হেমন্ত, সুরকার হেমন্ত, প্রযোজক হেমন্ত, পরিচালক হেমন্তের কথা। বাংলা ছবিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি এলো।

নবাগতদের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি এলো। অবধারিত ভাবেই এলো উত্তমকুমারের লিপে হেমন্তের গানের কথা। শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন তিনি। বক্তব্যের পরে শোনালেন হেমন্তের বিখ্যাত কয়েকটি গান। যার মধ্যে ছিল, ধিতাং ধিতাং বোলে, সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা (শাপমোচন), ও আকাশ সোনা সোনা (অজানা শপথ), লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি (নতুন জীবন), এই মেঘলা দিনে একলা (শেষ পর্যন্ত), এই মজার মজার ভেলকি দেখো (বাদশা) প্রভৃতি গান। হেমন্তের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও তুলে ধরলেন বক্তা। সভাপতির পদে ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. কানন বিহারী গোস্বামী। অপূর্ব বিশ্লেষণ করলেন তিনি। টুকরো টুকরো গানও শোনালেন তিনি। বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় জমে গেলো এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন শাখা সম্পাদক প্রদীপ গুহঠাকুরতা। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন শুভ্রা মুখোপাধ্যায়।

গোবরডাঙায় বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ সেপ্টেম্বর গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ–এ অনুষ্ঠিত হল গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান। এদিন সদানন্দ সিনহা সংকলিত ও সম্পাদিত 'অটোগ্রাফ' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করেন বিশিষ্ঠ শিক্ষানুরাগী মৃণালকান্তি সরকার। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ–এর কর্ণধার দীপককুমার দাঁ, বিশিষ্ঠ চিত্রশিল্পী গৌর মৌলিক, সৃজন প্রকাশনীর পক্ষে প্রকাশক দীপঙ্কর সরকার প্রমুখ।

দীপকবাবু 'অটোগ্রাফ' বইটির বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'এই বইতে অটোগ্রাফ নিয়ে মজার মজার কাহিনি আছে। যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জানবার পরিধিকে জাগিয়ে তোলে। আছে আড়াইশোর বেশি দেশ–বিদেশের বিখ্যাত নানা ব্যক্তির অটোগ্রাফ। এমন বই নিঃসন্দেহে সবার সংগ্রহযোগ্য।' মৃণালবাবু বলেন, 'অটোগ্রাফ' নিয়ে বাংলা ভাষায় এমন বই সম্ভবত এই প্রথম। তিনি প্রকাশক ও লেখককে ধন্যবাদ জানান। বইটির সংকলক ও সম্পাদক সদানন্দ সিনহা বলেন, 'ছোটবেলা থেকে অটোগ্রাফের শখ ছিল কিন্তু তা নিয়ে বইয়ের কথা কখন ভাবিনি। প্রকাশক এগিয়ে এসে উৎসাহ দিয়ে বইটি প্রকাশ করেছেন, তাই সৃজন প্রকাশনীকে ধন্যবাদ।' অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠে অংশ নেন, ড. জয়শ্রী মিত্র, সুশান্ত নাগ, দেবেশ সরকার, রাইলী সেনগুপ্ত, টুলু সেন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন বিষ্ণু সরকার।

সুরের জাদুকরের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুরে মাতিয়ে তোলেন দেবজ্যোতি মিশ্র। কিন্তু তিনি যে এমন রঙতুলির ক্যানভাসেও সুর তুলতে পারেন তা জানা ছিল না অনেকেরই। ৩০ আগস্ট এই সুরও জানা হয়ে গেল সকলের। 'স্যাডোস অফ সংস' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীতে ১৩০টি আঁকা নিয়ে প্রদর্শনী হল। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী তনুশ্রী শঙ্কর, প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখার্জী, সিনেমা প্রস্তুতকারক ও প্রযোজক অনীক দত্ত, প্রখ্যাত সিনেমা প্রস্তুতকারক অতনু ঘোষ এবং প্রখ্যাত গায়ক রূপম ইসলাম। তার এই নতুন দিক সকলের কাছে এক আশ্চর্যের মতোন মনে হয়েছে। শিল্পী বলেন, তিনি এই দুই জগতেই বি রাজ কলেন সমান তালে।

অভিবন্দনার বর্ষাকালীন লেন্সবন্দি চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষাকালীন আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল অভিবন্দনা বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষে। বিষয় ছিল পোর্ট্রেট, রাস্তাঘাট, ল্যান্ডস্কেপ, জীবজন্তু এবং পাখি। ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট গ্যালারি গোল্ডে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রদর্শনী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত আলোকচিত্রকার সৌমিত্র দত্ত, প্রখ্যাত চিত্রকর এবং চিত্র সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী, তালের জাদুকর এবং সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ পন্ডিত মোল্লার ঘোষ, কবি মল্লিকা ঘোষ এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্দেশক সুদেষ্ণা রায় ও অভিজিৎ গুহ।

এই প্রদর্শনীতে প্রায় ৫০ জনের আলোকচিত্র স্থান পেয়েছিল। অনির্বাণ মিশ্রর কিছু অসাধারণ ছবি নজর কাড়ে সকলের। অঙ্কুর মুখার্জির সামুদ্রিক দৃশ্য লেন্সবন্দি করার দৃষ্টিকোণ ছিল অসাধারণ। অর্পণ ভট্টাচার্যর বিসোর্জিত কার্ত্তিকের সত্য লেন্সবন্দি করেছেন সুদক্ষ ভাবে। অভিজিৎ ঘড়াই, দীপঙ্কর বৈরাগী, দেবশেখর বোস, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জিৎ অধিকারী, রঞ্জন পট্টনায়ক, শ্যামল বক্সী, তরুণকুমার ব্যানার্জি বিভিন্ন পাখির মুহূর্তের আলোকচিত্র দর্শকের বাবহা কুড়িয়েছে। আয়ুষমান চক্রবর্তী, বাপি কুন্ডু, চন্দ্রনাথ দে, দেবজ্যোতি চন্দ্র, দেবীকা বাসু, দেবকুমার মিত্র, চন্দ্রিমা দাস, দেবাদৃতি মুখার্জি, জয়াব্রত গোস্বামী, মলয়চন্দন চক্রবর্তী, পিয়ম দত্ত, রঞ্জিনী ভট্টাচার্য, রোহিত কুমর সাহা, সব্যসাচী দাস, সালমা রাব্বি, সমীরণ মজুমদার, সন্দীপ সরকার, সঞ্জীব কুমার দাস, শিবায়ন সিনহা, শুভ সাহা, তাপস রায়ের দৃশ্যপট যেভাবে আলোকচিত্রে ধরা পড়েছে তা সত্যিই সুন্দর। থিমভিত্তিক আলোকচিত্রতে প্রথমে উল্লেখযোগ্য তমাল কুমার ঘোষের ছবি।

এরপরেই স্থান পেয়েছেন সুভাষ দাসগুপ্ত। বাঘ, ভাল্লুক ও হরিণ চিতাকে ক্যামেরাবন্দি করেছেন জয়ন্তকুমার গুপ্ত, প্রণব সরকার, মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, জয়দীপ বাসু, রজত চৌধুরিরা। তবে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ডক্টর গুপ্তর আলোকচিত্রগুলি। ডাক্তারির ফাঁকে ফাঁকে ছুরি কাঁচির হাত যে ক্যামেরাকেও সুদক্ষ ভাবে তাক করতে পারেন তার প্রমাণ এইসব ছবিগুলি। এছাড়াও সাগরিকা দত্ত, সঞ্জীব মুখার্জি, সোমা দত্ত, সুরজিত মাইতি, ডক্টর অনুপম সেন চৌধুরি, পার্থপ্রতিম মুখার্জির ছবিও চোখে পড়ার মতো ছিল। শেষদিন সকলের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'–এর নেপথ্য কাহিনী

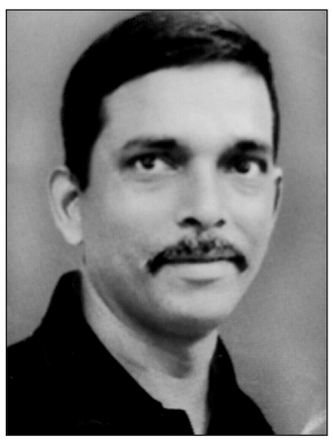

সিদ্ধার্থ সিংহ

আমরা তখন তথ্যচিত্র নয়, উত্তমকুমারকে নিয়ে দূরদর্শনের জন্য একটি ধারাবাহিক বানাচ্ছিলাম। কারণ, দূরদর্শন ছাড়া তখন আর কোনও চ্যানেল ছিল না। কিন্তু উত্তমকুমার তো নেই। তা হলে ধারাবাহিকটা হবে কী করে! ঠিক হল, যাঁরা যাঁরা উত্তমকুমারের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছিলেন, সেই সব পরিচালক, সহ–পরিচালক, অভিনেতা–অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যামন, স্পটবয়, মেক–আপ ম্যান, ড্রেসার, আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষ থেকে দূরের মানুষ, তাঁদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ধারাবাহিক হবে এটা। মাঝে মাঝে ঢুকবে তাঁর অভিনীত নানান ছায়াছবির নির্বাচিত অংশ, স্থিরচিত্র, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি মায় তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু। শুধুমাত্র উত্তমকুমারকে ভালবেসে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, অপর্ণা সেন, তরুণকুমার, উত্তম–পুত্র গৌতম, সরযূবালা, ছায়াদেবী, অনুপকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অগ্রদূত, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন–সহ কে নন?

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় আমাকে যা বলেছিলেন, সেটা মনে পড়লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। যখন উত্তমকুমারের হার্ট অ্যাটাক হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুরো ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। কার কোন কথার জেরে হঠাৎ করে এমন বিপর্যয় ঘটেছিল, অসুস্থ শরীরেও তার পুরোটাই তিনি খুব সুন্দর করে সে দিন গুছিয়ে বলেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, উত্তমকুমার মরেননি। তাঁকে মারা হয়েছে। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। আমার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। সেই সব কথা শিবাশিসের দেওয়া পকেট টেপ–রেকর্ডারে বহু দিন পর্যন্ত বন্দি ছিল। বহু লোককে আমি সেটা শুনিয়েওছিলাম। যাঁরা শুনেছিলেন, প্রত্যেকেই চমকে উঠেছিলেন। কারণ, তিনি সেই অভিনেত্রীর নামটাও অকপটে বলেছিলেন।

আমি, সুদেষ্ণা রায়, অনিরুদ্ধ ধর, সিদ্ধার্থ সরকার, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাল্মিকী চট্টোপাধ্যায়রা মিলে তো কাজটা করছিলামই। আমাদের পাশে বহু লোক এসে দাঁড়ালেও কেউ কেউ বিরোধিতাও শুরু করে দিলেন। প্রশ্ন তুললেন, লাভের টাকা কে নেবে? লাভ! আমরা তো সে কথা একবারও ভাবিনি। আমরা তো কাজের আনন্দে কাজ করছি। সানন্দায় লিখলে কিছু টাকা পাই। এই কাজ করতে এসে তো সেটাও বন্ধ। তখন শ্যুটিং চলছিল স্টার থিয়েটারে। পুরনো স্টার থিয়েটারে। তখনও সেখানে আগুন লাগেনি। দেবনারায়ণ গুপ্ত বলছিলেন, এই স্টার থিয়েটারেই উত্তমকুমারের সঙ্গে নাটক করার কথা। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা। দেখাচ্ছিলেন কোথায় দাঁড়িয়ে তারা চা খেতেন। কোথায় বসে আড্ডা দিতেন। হঠাৎ তার মধ্যেই আমার আক্ষেপের কথা শুনে অনিরুদ্ধদা বললেন, এই সংখ্যায় তুই কিছু লিখিসনি? আমি বললাম, না তো। উনি বললেন, সে কী রে! বলেই, দু'মিনিট চুপ করে থেকে কী একটা ভেবে নিয়ে বললেন, তুই একটা কাজ কর। একটা গল্প লিখে ফেল। গল্প লেখার জন্য তো তোকে কোথাও যেতে হবে না। কারও ইন্টারভিউও নিতে হবে না। ঘরে বসে লিখবি। তুই আজ রাতেই একটা গল্প লিখে ফেল। কাল সকালে ডিপার্টমেন্টে যে থাকবে, তাকে বলবি পি টি এস–এ পাঠিয়ে দিতে। তা হলে এই সংখ্যাতেই ধরিয়ে দেওয়া যাবে।

আমি তো অবাক। লিখি কবিতা। গল্প লিখতে হবে! অনিরুদ্ধদা যখন বলেছেন, ঠিক আছে, লিখব। শ্যুটিং সেরে মধ্যরাতে ফিরে লিখে ফেললাম একটা গল্প––– 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'।

দুই

তখন সানন্দা বেরোলেই আমার প্রথম কাজ ছিল সকালেই স্টলে গিয়ে সানন্দা উল্টেপাল্টে দেখা। যে দিন সানন্দায় আমার 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' বেরোল, সে দিনও স্টলে গেলাম। না, আমার জীবনের প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে দেখে নয়, ওই সংখ্যায় আমার ক'টা লেখা বেরিয়েছে এবং তার জন্য আমি কত টাকা পেতে পারি, তার একটা অনুমান করার জন্য।

মিল গল্পের চরিত্রের সঙ্গে, লেখককে প্রহার কং পুরপিতার

Sananda threatened for printing story

Cong councillor beats up author

BY A STAFF REPORTER

Calcutta, Sept. 28: The Congress (I) councillor of Ward no. 74 in Alipore, Mr Deb Kumar Ghosh, on Sunday beat up a Bengali freelance writer, Mr Siddhartha Sinha, in protest against the publication of a short story in which one of the principal characters, Mr Ghosh feels, resembles him. Mr Sinha has lodged an FIR at the Alipore police station.

Later this afternoon, a man claiming to be Mr Ghosh rang up Ms Sudeshna Roy, assistant editor of the magazine, *Sananda*, where the short story appeared. He threatened her with dire consequences.

Using the most abusive language, the man said, "I have at least 40 boys who will do anything I command and so I can teach you a bitter lesson." Ms Roy also lodged an FIR against Mr Ghosh at the Bowbazar police station.

Baan hather buro angool (The Left Thumb), that appeared in the September 17th issue of *Sananda*, is the story Mr Ghosh has objected to. It contains a character called Debu Bose, a councillor who lives in the Chetla area. The fictional councillor owns a ration shop, as Mr Ghosh does in real life.

In the story, local residents allege that he uses his ration shop at night to watch "bad films" along with his friends. Mr Ghosh has objected to this and feels that the description of Debu Bose's party office resembles his very closely.

Says Ms Roy, "The party office described could belong to any councillor. Mr Ghosh is also very angry because the story says that the councillor's henchmen hang around the office and tease girls who pass. Now those could be workers loyal to any councillor and not necessarily to Deb Kumar Ghosh."

Ms Roy also pointed out that the short story has several other characters, including an MLA, policemen and bureaucrats at Writers' Buildings, whom a local youth approaches for redressal of certain grievances. All ignore his complaints, including Debu Bose. "No one else has objected to this work of fiction, except Deb Kumar Ghosh," she said.

Ms Roy said that Mr Ghosh rang her up after Mr Sinha lodged an FIR against him as well as some of his men who were present at the spot. The councillor wanted to know why they had gone to the police. "I replied that if he objected to the story, he should have sent a rejoinder instead of beating up the writer. He then started using abusive language and threatened me with dire consequences. He also threatened to have me arrested. I have lodged a complaint at the Bowbazar police station and sent copies of the FIR to Lalbazar," she added.

কিন্তু স্টলে গিয়ে দেখি একটাও সানন্দা নেই। গেলাম রাসবিহারী মোড়ে। হাজরা মোড়ে। না, সেখানেও সানন্দা নেই। পরে জানলাম, কে বা কারা নাকি কলকাতা এবং তার আশপাশ থেকে সমস্ত সানন্দা পাঁজা করে কিনে নিয়ে গেছে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দেখি এক ডাকসাইটে কংগ্রেসি নেতা, না। তখনও তৃণমূলের জন্ম হয়নি। তাঁকে এবং আরও কয়েক জন ষন্ডা মার্কা তাগড়াই দুষ্কৃতীকে নিয়ে আমাদের এলাকার কাউন্সিলর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তাঁরা ঘিরে ধরলেন। সবাই মিলে এত হম্বিতম্বি করতে লাগলেন যে, কে কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আচমকা সেই কাউন্সিলর ওদেরকে হাত দেখিয়ে থামতে বললেন। তারপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমাকে বললেন, এই, তুই আমাদের দাদাকে নিয়ে সানন্দায় কী লিখেছিস রে?

মুখে প্রশ্ন করছে ঠিকই, কিন্তু আমাকে তার কোনও উত্তর দিতে দিচ্ছে না। আমাকে ধাক্কা মারতে মারতে দেওয়ালে ঠেসে ধরেছে। তারই মধ্যে কেউ চড়চাপড় মারছে। চুলের মুঠি ধরে টানছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে মনে হয় কেউ কেউ লাথিও মারছে। না, আমাকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমাকে টেনে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে গেল কাছেরই একটা নির্মীয়মাণ বাড়ির তিন তলায়। রাস্তার লোকজন পুরো ঘটনাটা দেখলেও ওদের ভয়ে কেউ এগিয়ে আসার সাহস পেল না।

তিন তলায় নিয়ে গিয়ে একটা থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে ওরা আমাকে বেঁধে ফেলল। কেউ জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে লাগল। কেউ নীচ থেকে ভাঙা বাঁশ তুলে আমাকে সপাটে কয়েক ঘা কষিয়ে দিল। চড় থাপ্পড় ঘুষি তো চলছিলই। আমার ঠোঁট থেকে তখন রক্ত ঝরছে। নাক থেকে গলগল করে রক্ত। টেনে আনার সময় আমি আসতে চাইছিলাম না দেখে ওরা আমার হাত ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছিল, হাত মুচড়ে দিয়েছিল যে, যন্ত্রণায় আর থাকতে পারছিলাম না।

তারই মধ্যে ডাকসাইটে ওই নেতা চিৎকার করে উঠলেন, তোর এত বড় সাহস? আমাকে নিয়ে কেচ্ছা লেখা? আমি রাত্রিবেলায় রেশন দোকানের শাটার নামিয়ে আমার সাঙ্গপাঙ্গোদের নিয়ে ব্লু–ফিল্ম দেখি? মদ খাই? আমার ছেলেপিলেরা পাড়ার মেয়ে–বউদের ইভটিজিং করে? হাত ধরে টানাটানি করে? মার শালাকে। হাত–পা ভেঙে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দে। তার পর বস্তায় পুরে সাইডিংয়ে ফেলে দিয়ে আয়।

উনি যত বলেন, তার চেয়ে বেশি বলেন সেই কাউন্সিলর। তাঁদেরই উসকানিতে আমার ওপর বাড়তে থাকে অকথ্য অত্যাচার।

বারুইপুরে আমাদের একটি বাগানবাড়ি আছে। সেখানে কিছু দুষ্টু ছেলেমেয়ে থাকে। দুষ্টু মানে যারা খুন–টুন করে। ডাকাতি করে। দাগি আসামিদের হয়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক টাকার চুক্তিতে জেল খাটে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে যারা কোনও থাকার জায়গা পায় না, সে রকম ছেলে মেয়ে। হ্যাঁ, শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও।

ওই বাড়ি থেকে সে দিন আমাদের আলিপুরের বাড়িতে এসেছিল সুদীপা আর রাজু। সুদীপা মানে সুদীপা পাল। এক সময় সংবাদের শিরোনামে ছিল। গৃহ–শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে ধর্মতলার কে সি দাস থেকে কালোজাম কিনেছিল। তার পর তার মধ্যে বিষ মিশিয়ে মা, বাবা আর ঠাকুমাকে খাইয়ে একসঙ্গে তিন জনকেই মেরে ফেলেছিল। ধরাও পড়েছিল। জেল থেকে পুলিশ ভ্যানে করে কোর্টে যাওয়ার পথে রাজুর সঙ্গে ওর আলাপ হয়। রাজু তখন ডাকাতির কেসে জেল খাটছে। সেই আলাপ থেকে প্রেম। প্রেম থেকে বিয়ে। বিয়ে করে থাকবে কোথায়? আমার মাকে এসে ধরল। মা বললেন, যা, তা হলে আমাদের বারুইপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে থাক।

ওরা বারুইপুরে থাকত। মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসত। সে দিনও এই বাড়িতে এসেছিল। এসেই, আমাকে কয়েক জন তুলে নিয়ে গেছে শুনে অত্যন্ত কৌশলে ওই দুষ্কৃতীদের চোখে ধুলো দিয়ে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল।

তখনও মোবাইল আসেনি। বেরিয়েই ছুটতে ছুটতে কিছুটা গিয়ে একটা গ্যারেজ থেকে ফোন করি সানন্দায়। ওখানে তখন দাপটের সঙ্গে কাজ করছেন সুদেষ্ণা রায়। সুদেষ্ণাদি আমার সব কথা শুনে বললেন, আগে থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি কর। করেই সোজা অফিসে চলে আয়।

আমি ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম আলিপুর থানায়। কিন্তু ওই ডাকসাইটে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে এসেছি শুনে থানার লোকেরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, তারা এ ডায়েরি নিতে পারবে না।

ক্রমশঃ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ডার্বিতে এবার স্প্যানিশ থিম, তিকিতাকার জয় দেখতে চায় ময়দান

অরিঞ্জয় মিত্র

রবিবারীয় ডার্বির আগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুদলই কাঙ্খিত জয় পাওয়ায় তাদের লড়াই নিশ্চিতভাবে জমতে চলেছে। মোহনবাগান বিএসএস-কে ২-১ আর ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে এরিয়ানকে হারানোয় আত্মবিশ্বাস পেল দুটো দলই। কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ৪ গোলের ব্যবধানে জিততে পারলেও কিছু বলরা ছিল না। চামোরো, সুহের, গঞ্জালেসদের পাসিং ফুটবল সত্যিই তিকিতাকাকে মনে করাচ্ছিল। তাও গোল মিসের জন্য পুরোপুরি ফল পাওয়া সম্ভব হল না বাগানের পক্ষে। চামেরোর গোলে বাগান এগিয়ে গেলেও ঘানার স্ট্রাইকার ওপোকু সমতা ফেরায়। পরে অবশ্য নওরেম ২-১ করে ম্যাচ জেতায় সবুজ-মেরুনকে। অন্যদিকে কোলাদোর দুর্দান্ত স্কিলে ভর করে এরিয়ানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। রালতে ও কোলাদোর জোড়া গোল নিশ্চিতভাবে ডার্বির আগে লাল-হলুদ শিবিরকে চনমনে করে তুলল। এর মধ্যেই সামনে কলকাতা লিগের ডার্বিতে মুখোমুখি হচ্ছে দুই প্রধান। নিঃসন্দেহে দুই স্প্যানিশ কোচের লড়াই নিজেদের কলকাতার মাঠে প্রতিষ্ঠা করার। গতবছরের ডার্বিতে মোহনবাগান স্প্যানিশ সার্ভিস পায়নি। ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন তারা। এবার সমানে সমানে হয়ে ওঠা দুই দলের তাই ভরপুর যুদ্ধ হতে চলেছে এই ডার্বি।

শতাব্দী প্রাচীন ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আটকে গেছে গোকুলম নামক একই গর্তে। ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে হার মেনেছে কেরলের এই দলটির কাছে। আর মোহনবাগান হেরেছে একেবারে ফাইনালে। একধাপ ওপরে উঠে হার মানতে হয়েছে বলে সবুজ-মেরুন সমর্থকরা যে বেজায় খুশি এমনটা মোটেই নয়। আবার মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়নি বলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা মনে মনে খুশি হলেও সেটা উদযাপন করার মতো পরিস্থিতি যে নেই তা বিলক্ষণ বুঝেছে তারাও। আসলে গত কয়েকবছর ধরে বাইরের রাজ্যগুলো ফুটবলে যে দাপট দেখাচ্ছে সেই জায়গা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই এফসি, পঞ্জাবের দল, নেরোকা, আইজল প্রভৃতি দলগুলি এতদিন প্রচণ্ড বেগ দিয়েছে ইস্ট-বাগানকে। এবারের ডুরান্ডে কেরলের গোকুলম এফসি প্রমাণ করে দিল যে তারাও কারও চেয়ে কম নয়। ফলে নব্বইয়ের দশকের শেষলগ্ন পর্যন্ত কলকাতার দুই প্রধান যে প্রশ্নাতীত দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে তা প্রায় ২০ বছর হল অস্তমিত। এর মধ্যে বলার মতো বলতে বছর চারেক আগে মোহনবাগানের আই লিগ জয়। ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে আবার সেই সান্ত্বনাটুকুও জোটেনি। এর মধ্যে উল্লেখ করার পদক্ষেপ হল গত মরশুম থেকে পুরোপুরি পেশাদার ছকে ইস্টবেঙ্গলে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রো ও তার পছন্দের খেলোয়াড়দের আগমন। এর প্রভাবে গত আই লিগে ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত পারফর্ম করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। ভালো খেলিয়াও রানার্স উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের দেখাদেখি পড়শি মোহনবাগানও এনেছে স্প্যানিশ কোচ কিবুকে। এবং এই কিবুর হাত ধরে আরও বেশ কয়েকজন স্প্যানিশ ফুটবলারের আগমন ঘটেছে কলকাতার মাঠে। মোদ্দা কথা কলকাতায় যেন স্প্যানিশ যুগের সূচনা ঘটিয়েছেন এই দুই কোচ এবং আগত স্পেনদেশীয় ফুটবলাররা।

এতদিন নাইজেরিয়ান, কেনিয়ান, ঘানা সহ আফ্রিকান ফুটবলাররা চুটিয়ে খেলে গিয়েছে কলকাতায়। এতেই হঠাৎ করে ভাগ বসিয়েছেন স্পেন। স্প্যানিশ ফুটবলাররা নাকি যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি বা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। এমন একটা কথাও ভাসছে ময়দান জুড়ে। যদিও কলকাতা ময়দানে সাড়া জাগানো মজিদ বাসকর, ব্যারেটো, চিমা, এমেকা, ওমেলো, জামশিদ, ওকেরো, ওডাফা, বেটোদের এই স্প্যানিশরা কতটা ছাপিয়ে যেতে পারে সেটাও বিশেষভাবে দেখার। এখনও পর্যন্ত সেই জায়গায় মন্তব্য করার সময় আসেনি। অল্প স্পেলে এই স্পেন-সম্মেলন কলকাতার দুই প্রধানকে কোনও ট্রফি দিতে পারেনি। যতদিন না পর্যন্ত কলকাতার দলগুলি দেশের সেরা দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে জুঝতে পারছে ততদিন কিছু বলার জায়গা তৈরি হবে না। সেই জন্য প্রথম যেটা দরকার তা হল সাফল্য। শুধু সাফল্য মানে এক-দুটি ম্যাচ জয় করা নয়, নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে ধারাবাহিক হয়ে ওঠা। এই জায়গাটা অর্জন করাই এখন লক্ষ্য সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদের।

নতুন মরশুম শুরুর ঠিক আগে ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতির খবর নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করছে কলকাতার বড় টিমগুলিকে। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ইগর স্টিমাচের আগমন পুরো দেশের ফুটবলকেই নতুন দিক এনে দিয়েছে। কলকাতা লিগের অব্যবহিত আগে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে প্রস্তুত হয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। বিশেষ করে মোহনবাগানের জন্য গত ২-৩ বছর যথেষ্ট ভালো গেলেও শেষ মুহূর্তের ব্যর্থতা ট্রফি দেয়নি বাগানকে। বলতে গেলে মুখের সামনে থেকে ফসকে গিয়েছে জাতীয় লিগ ও ফেড কাপ। ইস্টবেঙ্গল বরং তুলনামূলকভাবে এই দুবছর অনেকটাই পিছিয়ে ছিল।

গতবছর থেকেই লাল-হলুদ পুরো পালটে গিয়েছে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রোর ছোঁয়ায়। আই লিগ জেতার মিশন সফল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েও সামান্যর জন্য তা ফসকেছে লাল-হলুদ। এমনিতে মোহনবাগানের গত ৪-৫ বছরে যা পারফেরমেন্স তাতে বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের যে গুরুত্ব ছিল তা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এর মধ্যে একবার আই লিগ এসেছে সবুজ মেরুন তাবুতে। গত দুবার মোহন ব্রিগেড যে আই লিগ রানার্স হয়েছে তাকে ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া কিই বা বলা চলে। সেই মোহনবাগানী আগ্রাসন ফের অস্তমিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সূর্য উত্থানের আবহে। যার নেপথ্যে স্প্যানিশ জাদুর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

তাও গত ৩-৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের সেই লাগাতার সাফল্যের পিছনে ছিল এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তার ওপর কোচ হিসেবে সঞ্জয় সেনের উপস্থিতিও বাগানীদের সেসময় চাগাতে সাহায্য করেছিল। সনি নর্ডির মতো উচ্চমানের বিদেশির পাশাপাশি আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছেন। সেই মোহনবাগানেও এবার পুরো স্প্যানিশ স্পর্শ। কোচ কিবু নিজেও যেমন স্প্যানিশ তেমনই বিদেশির বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও তিনি স্পেনীয় ফুটবলারেই মনোনিবেশ করছেন। এর পিছনে কিবুর অকাট্য যুক্তি হল স্প্যানিশ ফুটবলাররা এমনই ধাঁচের যে তারা যে কোনও আবহ, যে কোনও ভৌগোলিক পরিবেশ বা দেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন। ফলে মোহন-ইস্ট এর এই স্প্যানিশ সমাগমে পুরো কলকাতাই এখন তিকিতাকা জাদুর জন্য অপেক্ষমান।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও কয়েক বছর আগে বড় টিমের মর্যাদা পেত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কালের জাতাকলে পড়ে অবশ্য এখন দুই প্রধানের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সাদা-কালো দলটি জাতীয় লিগে তো একেবারেই ছিটকে গিয়েছে। কোনওভাবেই ফিরতে পারছে না দেশের মূল স্রোতে।

ফলে জাতীয় ফোকাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময় শুধু কলকাতা বলে নয়, ডুরান্ড বা ডিসিএমের আসর বসলে দিল্লি আর রোভার্সে মুম্বইয়ের কাতারে কাতারে সমর্থক মহমেডানের খেলা দেখতে মাঠ ভরাতো। সেই জায়গা থেকে সাদা-কালোর এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুঃখের। এহেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সবথেকে বড় টার্গেট হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগে দারুণ খেলে জাতীয় ফুটবলের নজরে আসা।

টিম ইন্ডিয়ার আগুনে পেস অ্যাটাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রসন্ন, চন্দ্রশেখর, বেদি, ভেঙ্কটদের রাস্তা প্রশস্ত করতে যে দলে একসময় গাভাসকার-সোলকাররা নতুন বলের পালিশ তোলার জন্য শখের বোলিং করতেন। শুধু তাই নয় বোলিং ওপেনিং পর্যন্ত করতেন এই অনিয়মিত বোলাররা। বস্তুত ভারতীয়রা ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত হলেও জোরে বোলিংটা যে ভারতীয়রা করতে পারে এটা প্রায় কেউই বিশ্বাস করতেন না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতীয়দের এই স্পিনি ইমেজ অটুট থেকেছে বিশ্বমানের কিছু স্পিন বোলারের দৌলতে। সেখানে ফার্স্ট বোলিংয়ের ভাঁড়ার ছিল একেবারেই শূন্য। সেই ভারতের ফার্স্ট বোলারদের মুখে পড়ে কেঁপে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সহ শক্তিশালী দলের ব্যাটিং লাইনআপ। শুধু অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বলে নয়, বুমরা-ভুবনেশ্বর-ইশান্ত-সামিদের দাপটে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিভাগও। তাও প্রোটিয়া বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরিজ হারতে হয়েছে ভারতকে। একমাত্র বিরাট কোহলি ছাড়া অন্য ব্যাটসম্যানরা ক্লিক না করায়। আর অজিদের মাটিতে বিরাটের হাত শক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে, রোহিত শর্মা, নবাগত মায়াঙ্ক আগরওয়াল, ঋষভ পন্থ, হনুমা বিহারীদের। ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে সাহায্যটা কোহলি পেতে শুরু করেছেন তাতেই ক্যাঙারুদের মাটিতে অনমনীয় হয়ে উঠছে টিম ভারত। এই অভাবটাই ভুগিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মাটিতে। নইলে ভারতীয় পেস অ্যাটাকের মুখে ইংরেজ বা প্রোটিয়ারাও রীতিমতো জড়সড় হয়ে উঠেছেন বারংবার। পেস অ্যাটাকের পাশাপাশি অশ্বিন, জাদেজা ও হনুমা বিহারীর স্পিন অ্যাটাকও ভারতের বোলিং আক্রমণকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

পতৌদির নবাব, বিপ্লব আনা অজিত ওয়াদেকার, লিটল মাস্টার সানি গাভাসকার, দেশকে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ এনে দেওয়া কপিল দেব নিখাঞ্জ, সীমিত ওভারের ওয়ার্ল্ড কাপ, টি-২০ বিশ্বকাপ স্পর্শ করা ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনিরা যা পারেন নি, তা সম্ভব হল ভারত অধিনায়ক কোহলির বিরাট বিক্রমে। একমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন ধারা আনা বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই সিরিজে অবশ্য অল্পের জন্য জিতে

ফিরতে পারেনি টিম সৌরভ। ১-১ শেষ হয়েছিল সেই লড়াই। তারপর এতগুলি দিন পার করে বিরাটের নেতৃত্বে ভারত অজিভূমি জয় করতে সক্ষম হল। কি টেস্ট, আর কি ওয়ানডে দুটোতেই ভারতীয়দের দাপট ছিল দেখবার মতো। এর মধ্যেও কিছু সমালোচক আওয়াজ তুলছেন স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নারদের অনুপস্থিতির জন্য দুর্বল অস্ট্রেলিয়া দলকে হারিয়েছে ভারত। এদের অবগতির জন্য এটুকুই বলা যায় অস্ট্রেলিয়ার মাটি যে কতটা দুর্জয় ভূমি তা যারা অল্প বিস্তর ক্রিকেট খেলে বা খেলেছে তারা বিলক্ষণ বোঝে। শুধুমাত্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে যারা এসব প্রচার করেন, তারা হয়তো স্মিথ-ওয়ার্নাররা থাকলে বলতেন রিকি পন্টিং, ম্যাথু হেডেন, স্টিভ ওয়া বা শেন ওয়ার্নরা থাকতে ভারত কিছু করতে পারত না। আসলে যার জুত খোঁজার সে সবসময়ই এমন করবে। দ্রাবিড়রা যখন খেলতেন তখন জাভাগাল শ্রীনাথের পেস আক্রমণ নিয়ে খুব চর্চা হত। বলা হত ভারতীয় ক্রিকেটকে বাঁধুনি দিতে পারে শ্রীনাথের মতো দুরন্ত বোলাররাই। কিন্তু শ্রীনাথ কোনওদিনই সঙ্গী হিসেবে কাউকে পান নি, যিনি নাড়িয়ে দিতে পারেন প্রতিপক্ষকে। জাহির খান ভালো পেসার হলেও শ্রীনাথের গতি ছিল না তাঁর মধ্যে। আবার জাহিরের যে লাইন-লেন্থের সমন্বয় ছিল সেটা দৃশ্যমান হত না শ্রীনাথের প্রবল পেসে। সেদিক থেকে বলা চলে এখন বুমরাহ, সামি, ইশান্তরা ভারতীয় পেস বোলিংয়ে সুবর্ণ যুগ নিয়ে এসেছেন। এতটাই শক্তিমান এই বোলিং অ্যাটাক যে ওয়াশিংটন সুন্দর বা উমেশ যাদবদের মতো ভালো মানের পেসারদের সেখানে বসতে হচ্ছে রিজার্ভ বেঞ্চে। ভারতীয় ফার্স্ট বোলিংয়ের এই স্বর্ণযুগ কতদিন স্থায়ী হয় সেটাই এখন দেখার।

বাসন্তীতে ৩৪তম যোগা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটি পার্বতী হাইস্কুলের বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত একদিনের ছাত্রছাত্রীদের যোগা প্রতিযোগিতা শেষ হল। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১৩৫ জন ছাত্র ছাত্রী এই যোগা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

শনিবার এই যোগা প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ ভৌমিক, শিক্ষক তপন মাইতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমর নাথ সহ বিশিষ্টরা। এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

সম্পাদক অমর নাথ বলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় যোগা সম্পর্কে সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমাদের এই প্রতিযোগিতার আয়োজন।

ব্যাডমিন্টনে ভারতকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করল দুরন্ত সিন্ধু

পাঁচুগোপাল দত্ত

ব্যাডমিন্টনে ভারত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পিভি সিন্ধুর হাতে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ট্রেট সেট পরাজয়ের পর থেকে এই বিরল সম্মান প্রথমবারের জন্য অর্জন করল ভারত। হায়দরাবাদের এই মেয়েটি একটা সময় একই শহরের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার থেকে সবদিক থেকে পিছিয়ে ছিল। পারফরমেন্স ও গ্ল্যামারের বিচারে সবাই তখন সানিয়া বলতে অজ্ঞান। অথচ কচ্ছপের খরগোশকে পিছনে ফেলার মতোই সিন্ধু আজ সানিয়া কেন সকলকেই টপকে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদও বটে তিনি। ব্যাডমিন্টনে ভারতকে একসময় গর্বিত করেছেন এখনকার বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকন। আশির দশকে প্রকাশের অল ইংল্যান্ড টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই ছিল ব্যাডমিন্টনে ভারতের সেরা ঝলক। সেসব কিছুকেই আজ পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন পিভি সিন্ধু। কয়েক মাসেও আগেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ২ নম্বর। সেটাও অচিরে শীর্ষস্থান লাভ করবে বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। এখন শুধু অলিম্পিকস আর এশিয়ান গেমসে এই জায়গা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ পিভির কাছে। ভারতকে বিশ্বের সেরার মঞ্চে স্থাপন করার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই এই মুহূর্তের বড় লক্ষ্য।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পর নমোর থেকেন ক্রীড়া দফতর অনেক কিছু আশা করছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ পায়নি বলে সবসময়ই একটা অভিযোগ থেকে গিয়েছে। এটা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ক্রীড়া মহলে। বিশেষ করে ফুটবল, হকি সহ বহু এমন স্পোর্টস আছে যেসব ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দৃষ্টি দেয় তবে ভারত বিশ্বে একটা নাম হয়ে উঠতে পারে। অথচ এইসব ব্যাপারে

অদ্ভুত অনীহা রয়েছে সরকারের। কংগ্রেস জমানা পেরিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ আমলেও এর বিস্তার ঘটেনি। প্রতিরক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াতেই পারে দেশকে মজবুত ভিত্তি প্রধান করতে। তার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও তুলে ধরার মনোভাব পোষণ করাটা জরুরি। কারণ যার আদর্শে বিশ্বাসী আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই স্বামী বিবেকানন্দও দেশ গঠনে শরীর চর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। যুব সমাজকে গীতা পাঠ না করে ফুটবল খেলতে পরামর্শ দিতেন এই আধ্যাত্মিক পুরুষ। মোদি সাহেব বিশ্ব যোগ দিবসে রাজপথে যোগাসন করেন খুব ভালো কথা।

কিন্তু জাতির মেরুদন্ডকে সবল করে তুলতে দেশের খেলাধুলার আগ্রগতিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ভারত সরকারের। হাতে গোনা কয়েকটা দেশ যে খেলাটি মেতে থাকে সেই ক্রিকেটের সাফল্য ভারতকে কখনই আন্তর্জাতিক শিরোপা দেবে না ক্রীড়া জগতে। এর থেকে হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, সাতার প্রভৃতি খেলার বিকাশে সরকারি ব্যায় অনেকাংশেই বাড়ানো উচিত। তবেই গিয়ে শুধু একটা সিন্ধু-দীপা বা সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। অলিম্পিক্স এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে এরকম হাজারো প্রতিভার ঝলকানি ঘটবে।

এমনিতেই ভারতে একটা বদনাম আছে মাত্র কয়েকটি দেশের খেলা ক্রিকেটকে নিয়ে আদিখেলা দেখানোর জন্য। আইপিএলে এখানে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা হয় তার ছিটেফোটাও যদি অন্য কয়েকটি খেলায় আসে তবে দেশের খোলনলচেই পালটে যেতে পারে। অলিম্পিক্সস, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক আসরে পদকের ছড়াছড়ি হতে পারে। অথচ প্রচুর খেলা আছে যাতে ভারতের সম্ভাবনা অনেক। সেদিকগুলো এখন থেকে বেছে যদি সরকার তাতে জোর দেয় তবে পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুফল পাবে এদেশ। কারণ অন্য মাধ্যমের চেয়ে খেলাধুলার প্রভাব কোনও অংশে কম নয়। ধর্মের থেকেও যে ফুটবল খেলা যুবকদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় তা স্বয়ং স্বামীজি বলে গিয়েছেন।

এমনিতে হকি ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। আসলে অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমস অনেককেই পরিচিতির আলোয় নিয়ে আসে। এবং সেটা চলছে যুগ যুগ ধরেই। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম এক কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। ভারতীয় দলে যে তাকে সামিল করা হয়েছে এর মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি।

এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা। এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াইয়েও নজর রাখতে হবে। মোদ্দা কথা ক্রিকেট প্রীতির একচক্ষুতা থেকে বেরতে পারলেই সামনে উঠে আসবে এমন অনেক খেলার মাধ্যম যা দেশকে বর্ণচ্ছটায় ঢেকে দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে সমুদ্র উপকূলবর্তী মনোরম শহর দীঘায়। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কিউকুশিন ক্যারাটে অর্গানাইজেশন। মঙ্গলবার ২৮ আগস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সাউথ আফ্রিকার বাসিন্দা কাঞ্চ এ কে ইসমাইল এ বিষয়ে জানালেন, নাইজেরিয়া, জামাইকা, ডারবান, জিম্বাবোয়ে থেকে ৪০ জন পুরুষ ও মহিলা ওই দেশের ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অংশ নিতে আসবেন। আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের ২ জানুয়ারি চারদিন পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রথম সাউথ আফ্রিকার ক্যারাটে টিম কলকাতায় পা দিচ্ছে। পাশাপাশি ইন্দো-আফ্রিকা ক্যারাটেদল প্রথমে দীঘায় শিবির করবেন। এতে উপস্থিত ছিলেন শিয়াল জাকির আহমেদ, শেলফি শংকর ব্যানার্জী, ক্যারাটে মাস্টার অয়ন কুণ্ডু, রাজেশ মণ্ডল। সব মিলিয়ে বিশ্ব মানের ক্যারাটের কাউন্টডাউন শুরু হবে দীঘায়।

বুদ্ধি এবং গায়ের জোরে যুগলবন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'চেস বক্সিং অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া'-এর প্রতিষ্ঠা করেন স্বনামধন্য মার্সাল আর্ট খেলোয়াড় সিহন মন্টু দাস ২০১১ সালে। প্রত্যেক বছরের মতোনই এবছর ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম আন্তর্জাতিক দাবা বক্সিং যুগলবন্দি প্রতিযোগিতা। দাবা খেলা ও বক্সিং লড়া দুই হয় একই রিংয়ের মধ্যে। দাবা খেলতে খেলতে বক্সিং এই অনবদ্য খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল বহু রাজ্য। যার মধ্যে প্রথম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৬টি সোনা ১১টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ ছিনিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় রাজ্য হল তামিলনাড়ু তারা অর্জন করেছে ১৩টি সোনা এবং ৫টি ব্রোঞ্জ, তৃতীয় রাজ্য মহারাষ্ট্র পেয়েছে ৬টি সোনা এবং ১টি ব্রোঞ্জ। বুদ্ধির খেলা দাবা আর শরীরের জোর প্রদর্শন করে বক্সিং-এর এই যুগলবন্দির সাক্ষী ছিল কলকাতা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com